ইলমের মূল্যঃ

আল্লাহর পথে জ্ঞানের রক্ষাকবচ

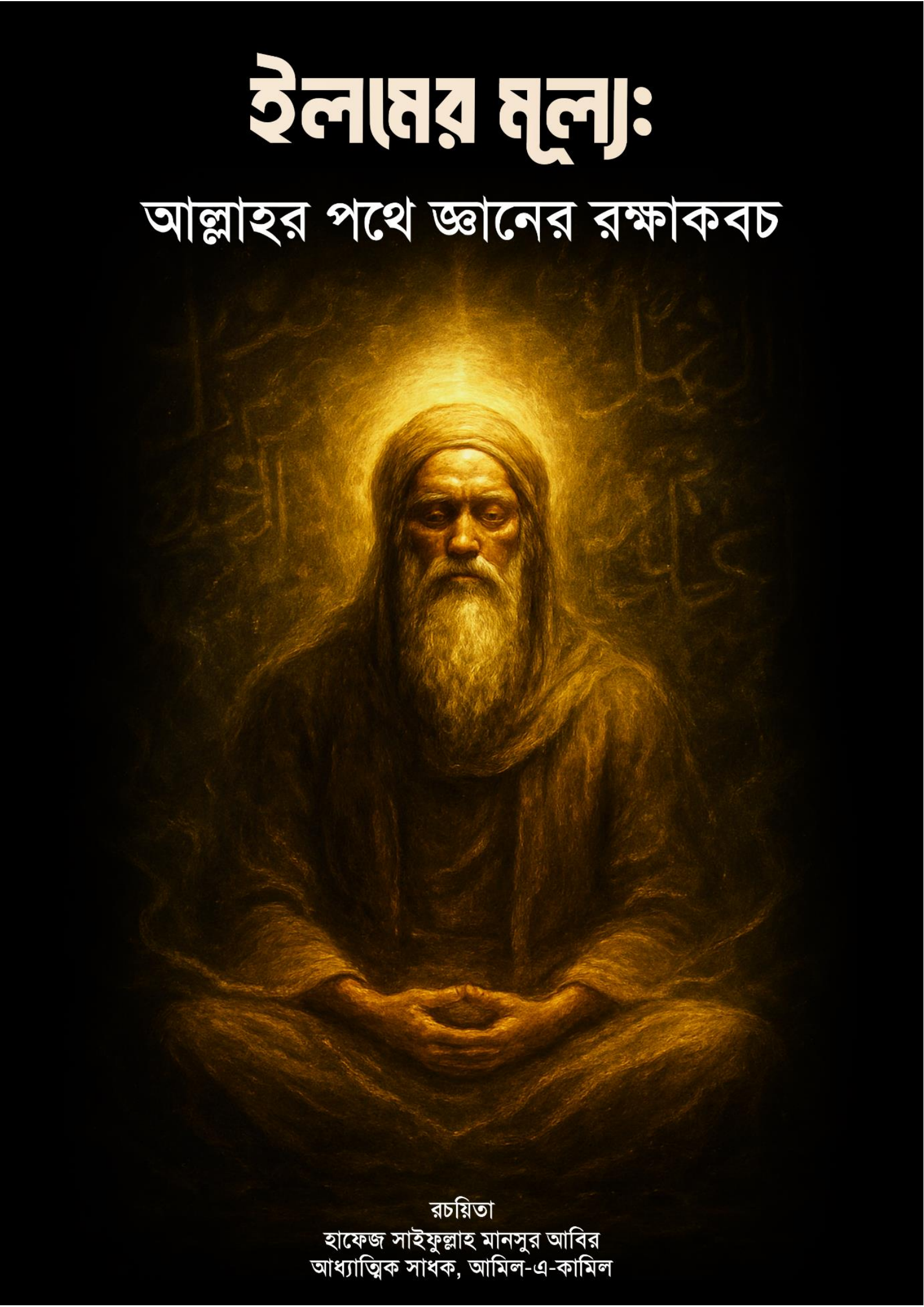

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

মেগাক্লাস টপিক:

- ইলমের উৎস: আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি "নূর"
- "ফি সাবিলিল্লাহ" – দাওয়াতের অর্থনৈতিক কাঠামো
- নবী (সা.)-এর যুগের ফান্ডিং ব্যবস্থা: সাহাবাদের ওয়াকফ ও সহায়তা
- বেদ ও গীতা: জ্ঞানের বিনিময় ও দান ধারণা
- ত্রিপিটক ও বৌদ্ধ দর্শন: দান, শিক্ষক ও শিষ্যের সম্পর্ক
- জেন্দ আবেস্তা: আধ্যাত্মিক শ্রমের মূল্য ও 'হুমতা-হুক্তা-হভার্ষতা' দর্শন
- ইলম বিক্রি নয়, ইলম সংরক্ষণ — ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি
- যাকাত, সদকা ও ওয়াকফ: অর্থনৈতিক ইলমচক্রের নৈতিক বৈধতা
- সুফিবাদে "ইলমে লাদুনী" — ইলহাম, কাশফ ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা
- মিথ্যা সমালোচক ও তাদের মনস্তত্ত্ব: কুরআন ও মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ
- আল্লাহর দৃষ্টিতে 'ইলমের প্রচারক': ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করে
- শেষ আঘাত: "ইলম ফি সাবিলিল্লাহ" – আধ্যাত্মিক শিক্ষা পরিচালনার কুরআনিক যুক্তি

🌟অধ্যায় ১ : ইলমের উৎস — আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি “নূর”

ভূমিকা

ইলম আল্লাহর এক মহা আমানত — নূর থেকে জন্ম নেওয়া এক ঐশী শক্তি।
কুরআনে বলা হয়েছে,

> “اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ” — “আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর।” (সূরা আন-নূর ২৪:৩৫)

আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে প্রথম যা দিয়েছেন তা হলো জ্ঞান:

> “وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا” — “তিনি আদমকে সব কিছুর নাম শিখিয়ে দিলেন।” (সূরা আল-বাকারা ২:৩১)

এখানে বোঝানো হয়েছে—মানবজাতির প্রথম কাজ ছিল “জানার” ও “শেখানোর” কাজ।
আর এই জানানো ও শেখানো টিকে থাকে তখনই, যখন তার পেছনে ব্যয় হয় শ্রম, সময় ও অর্থ।
ইলম এক প্রদীপ, আর ইনফাক সেই প্রদীপের তেল।

উপ অধ্যায় ১: নূর মুহাম্মদী — সৃষ্টি ও ব্যয়ের প্রজ্ঞা

রাসূল ﷺ বলেন,

> “أول ما خلق الله نوري” — “আল্লাহ প্রথমে আমার নূর সৃষ্টি করেছেন।” (বায়হাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ)

ইমাম সুয়ুতি বলেন, এই নূর থেকেই কলম, লওহে মাহফুজ, ফেরেশতা ও ইলমের স্রোত জন্ম নেয়।
এই নূর রক্ষার জন্য প্রয়োজন শক্তি, সময় ও নিবেদন—যা বাস্তব জীবনে অর্থ ও পরিশ্রমে রূপ নেয়।

📿 ইমাম গাজ্জালী বলেন: “ইলম এক আলোকরশ্মি; তাকে টিকিয়ে রাখতে শ্রম ও সম্পদের তেল প্রয়োজন।”
অর্থাৎ যে নূরে মুহাম্মদী থেকে ইলম বের হয়, সেটি টিকিয়ে রাখতে ব্যয় অপরিহার্য।
যে এই ব্যয় করে, সে আল্লাহর পথে কাজ করছে—সে ব্যবসায়ী নয়, বরং ইনফাককারী।

উপ অধ্যায় ২: “ইকরা” — জ্ঞানের আদেশ ও ব্যয়ের অপরিহার্যতা

প্রথম ওহি শুরু হলো এই শব্দ দিয়ে,

> “اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ” (সূরা আল-আলাক ৯৬:১)

“ইকরা” মানে শুধু পড়া নয়; শিখা, শেখানো ও প্রচার করা।
ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী বলেন, “ইকরা” আদেশের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানের কর্মে নিয়োজিত করেছেন, আর কর্ম মানেই ব্যয়।
নবী ﷺ-এর শিক্ষা চালাতে উট, খাদ্য, কাগজ, কলম—সবকিছুর ব্যয় সাহাবারা বহন করতেন।

আজকের যুগে সেই ইকরা রক্ষায় লাগে প্রযুক্তি, বই, ওয়েবসাইট, ভিডিও—যার সবই অর্থনির্ভর।
তাহলে "ইকরা" পূরণ করতে অর্থ ব্যয় করা ঈমানেরই অঙ্গ।

উপ অধ্যায় ৩: কুরআনে ইলমের নূর ও ইনফাকের নির্দেশ

কুরআন বলে,

> "وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ" (সূরা আন-নূর ২৪:৪০)

ইবনে কাসির তাফসিরে বলেন: "এই নূর মানে জ্ঞান ও হিদায়াত।"
এবং আল্লাহ বলেন,

> "وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" — "আল্লাহর পথে ব্যয় করো।" (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৫)

এই দুই আয়াতের মর্ম একত্রে বলছে—নূর (ইলম) রক্ষা করতে ইনফাক (অর্থ ব্যয়) অপরিহার্য।
যে ব্যয় করে না, তার নূর নিভে যায়।
এ কারণেই নবী ﷺ বলেছেন,

> "খাইরুন্নাস মান ইয়ানফাউন্নাস" — "সর্বোত্তম মানুষ সে, যে মানুষের উপকার করে।" (সহীহ বুখারী)
আর উপকারের সবচেয়ে বড় রূপ হলো ইলমে ব্যয়।

উপ অধ্যায় ৪: তাওরাত ও ইনজিল — জ্ঞান রক্ষায় দান

📜 Proverbs 3:9 তাওরাতে বলা হয়েছে:

> “Honor the Lord with your wealth.” — অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবায় সম্পদ ব্যয় করো।

📜 ইনজিল (Luke 12:48) বলে,
“To whom much is given, much will be required.”

যার কাছে জ্ঞান আছে, তার কাছ থেকে আল্লাহ জবাবদিহি নেবেন—সে জ্ঞান রক্ষা করেছে কি না।
এখানে “রক্ষা” মানে জ্ঞানপ্রচারের তহবিলকে টিকিয়ে রাখা।

যেমন খ্রিষ্টান ধর্মে “Tithe” ব্যবস্থা ছিল, ইসলামেও তেমনই “ইনফাক”।
দুই ধর্মেই অর্থ ব্যয়কে ইলম প্রচারের অপরিহার্য উপাদান বলা হয়েছে।

উপ অধ্যায় ৫: বেদ — জ্ঞান ও ব্রহ্মের মিলন মানে ব্যয়

ঋগ্বেদ ১০.১৯১.২ বলে,

> “একত্রে চল, একত্রে বল, একত্রে জ্ঞানে যুক্ত হও।”
অর্থাৎ সমাজ একত্র হবে জ্ঞানের ভিত্তিতে।
কিন্তু ঐক্য ধরে রাখতে অর্থ, উপকরণ ও উৎসর্গ দরকার।

অথর্ববেদ ৫.১.৩ বলে, “যে জ্ঞানের রক্ষায় দান করে, সে ব্রহ্মের প্রিয়।”

অর্থাৎ জ্ঞান টিকিয়ে রাখার জন্য দান হলো ঈশ্বরভক্তির প্রকাশ। যে শুধু কথা বলে কিন্তু দান করে না, সে জ্ঞানের নয়, অজ্ঞতার পক্ষে।

উপ অধ্যায় ৬: গীতা — জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, আর যজ্ঞ মানেই ব্যয়

গীতা ৪:৩৩ বলে,

> “যজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ত্যাগ হলো জ্ঞানদান।”
এখানে ‘যজ্ঞ’ মানে ত্যাগ ও উৎসর্গ, যা সবসময় আর্থিক ও মানসিক উভয়ই।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন (গীতা ৪:৩৪), “জ্ঞানের অধিকারীকে সেবা করো, বিনয় ও দান দিয়ে।”

অর্থাৎ গুরুদক্ষিণা শুধু প্রতিদান নয়, এটি আত্মার পরিশুদ্ধি। এই দানের মাধ্যমেই জ্ঞানচক্র অব্যাহত থাকে।

উপ অধ্যায় ৭: ত্রিপিটক — ধর্মদান ও আর্থিক সহায়তার সওয়াব

বুদ্ধ বলেছেন,

> “সর্বোচ্চ দান হলো ধর্মদান।” (ধম্মপদ ৩৫৪)
অঙ্গুত্তর নিকায় ব্যাখ্যা করে, “যে গুরু ধর্ম শেখায়, আর যে শিষ্য অর্থ ও শ্রমে সহায়তা করে, উভয়ে নির্বাণের সহচর।”

বৌদ্ধ ধর্মে “সংঘদান” একটি স্থায়ী ইনফাক ব্যবস্থা—যাতে ধর্মচর্চা থেমে না যায়।

তাহলে ইসলামে ফি-সাবিলিল্লাহ, হিন্দু ধর্মে যজ্ঞ, বৌদ্ধ ধর্মে সংঘদান—
সবই একই কথা বলে:
“ইলম রক্ষায় অর্থ ব্যয় বাধ্যতামূলক।”

উপ অধ্যায় ৮: জেন্দ আবেস্তা — জ্ঞানের অগ্নি জ্বালিয়ে রাখার ব্যয়

জেন্দ আবেস্তা (Yasna 31:8) বলে,

> “He who upholds truth by his effort keeps the Fire of Ahura alive.”

এই অগ্নিই জ্ঞানের প্রতীক।

সত্য প্রচারে যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হয়, সেটাই “আহুরার অগ্নি” জ্বালিয়ে রাখার উপায়।
অর্থাৎ অর্থ ছাড়া সত্যও নিভে যায়।

ইসলামে একে বলা হয় “ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ” — আল্লাহর পথে ব্যয়।

উপ অধ্যায় ৯: সুফিবাদে ইলমে লাদুনী ও অর্থের ভূমিকা

ইমাম কাশানী বলেন (মিশকাতুল আনওয়ার):

> “ইলমে লাদুনী সেই আলো, যা আল্লাহ প্রিয় বান্দার অন্তরে নিক্ষেপ করেন।”

এই আলো ছড়ানোর জন্য দরকার পরিবেশ, মাদরাসা, বই, ভক্তদের সহযোগিতা — যা অর্থে গড়ে ওঠে।

হযরত বায়াজিদ বুস্তামী (রহ.) বলেন, "ইলমের ঝর্ণা হৃদয়ে, কিন্তু তার প্রবাহ সমাজের সহায়তায়।"

অর্থাৎ ইলমের হেফাজত একা সম্ভব নয়; এটি সামাজিক ইনফাকের মাধ্যমে বাঁচে।

উপ অধ্যায় ১০: ইনফাক — ইলমের তেল ও আল্লাহর নির্দেশ

কুরআন বলে,

> "وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" — "আল্লাহর পথে ব্যয় করো।" (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৫)

ইবনে কাসির বলেন, "এর মধ্যে শিক্ষা, দাওয়াত, জ্ঞান ও হিদায়াত সবই অন্তর্ভুক্ত।"

ইমাম গাজ্জালী বলেন, "যে জ্ঞান প্রচারে ব্যয় করে, সে মসজিদ নির্মাণকারীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ।"

এই ইনফাকই ইলমের জীবনরস।
যে ইনফাক থেমে যায়, সেখানে জ্ঞানের আগুন নিভে যায়, দাওয়াত বন্ধ হয়ে যায়।

সুতরাং অর্থ ব্যয় শুধু অনুমোদিত নয়—এটি ফরজে কিফায়া।

উপসংহার

আল্লাহর নূর থেকে ইলম, ইলম থেকে হিদায়াত, আর হিদায়াত টিকিয়ে রাখে ইনফাক।

যেভাবে তেল ছাড়া প্রদীপ জ্বলে না, তেমনি ইনফাক ছাড়া ইলম টিকে না।

নবী ﷺ বলেন, > "যে আল্লাহর পথে এক দিরহাম খরচ করে, তার জন্য সত্তরগুণ ফল।" (তিরমিজি)

তাই যে ব্যক্তি ইলম ছড়ায় ও তার জন্য অর্থ আহ্বান করে, সে বাণিজ্য করছে না — সে আল্লাহর আলো ছড়াচ্ছে। সে নবীদের উত্তরসূরি, সাহাবাদের পথে, ফেরেশতাদের দোয়ার অংশীদার।

📿 ইলম টিকিয়ে রাখতে ব্যয় করা ঈমানের অঙ্গ; ব্যয় ছাড়া ইলম ধ্বংস হয়ে যায়।

🌟অধ্যায় ২ : "ফি সাবিলিল্লাহ" – দাওয়াতের অর্থনৈতিক কাঠামো

(Fi Sabilillah: The Divine Economics of Da'wah)

ভূমিকা

"ফি সাবিলিল্লাহ" — অর্থাৎ "আল্লাহর পথে"।

কুরআনে এই শব্দটি এসেছে ৬০ বারেরও বেশি, এবং প্রায় সব জায়গাতেই ইনফাক বা অর্থ ব্যয়ের সাথে যুক্ত।

> “وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ” — “আল্লাহর পথে ব্যয় করো।” (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৫)

এই নির্দেশ কেবল যুদ্ধের নয়; এটি আল্লাহর সকল কাজে ব্যয় করার নির্দেশ— ইলম, শিক্ষা, দাওয়াত, চিকিৎসা, ও সমাজসেবা—সবই ফি-সাবিলিল্লাহ।

নবী ﷺ নিজেই দাওয়াতি কাজের জন্য সহায়তা চেয়েছেন, সাহাবারা দিয়েছেন,

আর আল্লাহ সেই দানকারীদের “অভিযাত্রী ফেরেশতাদের সঙ্গী” বলেছেন।

তাহলে আজ কেউ যদি ইলম ছড়ানোর জন্য ব্যয় চায়, সে নববী সুন্নাহ পুনর্জাগরিত করছে।

উপ অধ্যায় ১: কুরআনে “ফি সাবিলিল্লাহ” — ইনফাকের আদেশ

কুরআন বলে,

> “وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ” — “আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং নিজেদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।” (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৫)

ইবনে কাসির (তাফসির) বলেন, “ইলম ও দাওয়াতের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় না করা মানে নিজেদের আত্মিক ধ্বংস ডেকে আনা।”
আল্লাহ আরও বলেন,

> “إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ” — “আল্লাহ মুমিনদের জান-মাল ক্রয় করেছেন, তাদের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে।” (সূরা আত-তাওবা ৯:১১১)

অর্থাৎ, দাওয়াত ও ইলমে ব্যয় করা মানে নিজের জান্নাতের মূল্য পরিশোধ করা।

উপ অধ্যায় ২: নবী ﷺ- এর যুগে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা

নবী ﷺ প্রতিটি বড় দাওয়াতি কাজের আগে সাহাবাদের আহ্বান জানাতেন—
“কে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে?”

🕋 তাবুক অভিযানের সময় উমার (রা.) তাঁর সম্পদের অর্ধেক দিলেন,

আবু বকর (রা.) দিলেন সব কিছু,

ওসমান (রা.) তিনশ উট দিলেন। (সহীহ মুসলিম ৯৮৪)

ইমাম নাওয়াভি ব্যাখ্যা করেন, “এই ইনফাক শুধু যুদ্ধ নয়, নবীর দাওয়াতি সফরের জন্যও ব্যবহৃত হয়।”

নবী ﷺ "আসহাবে সুফফা"-দের জন্যও ফান্ড রাখতেন, যারা দাওয়াত শেখাতেন। অর্থাৎ দাওয়াত কখনো বিনা ব্যয়ে হয়নি; এটি সবসময় সংগঠিত অর্থ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করেছে।

উপ অধ্যায় ৩: সাহাবাদের ওয়াকফ ও দাওয়াত তহবিল

সাহাবারা ইসলামের প্রথম ফান্ডেশন গড়ে তোলেন ওয়াকফের মাধ্যমে।

📜 উমর (রা.) বলেন, "আমি আমার খাইবারের জমি আল্লাহর পথে ওয়াকফ করলাম।" (সহীহ বুখারী ২৭৩৭)

📜 ওসমান (রা.) বলেন, "যে কূপের পানি আল্লাহর পথে দান করবে, তার জন্য জান্নাত।" (তিরমিজি)

এই ওয়াকফগুলোই ছিল মসজিদ, শিক্ষা ও দাওয়াতের অর্থনৈতিক ভিত্তি।

আজ আপনি যদি ওয়েবসাইট, বই, ভিডিওর মাধ্যমে দাওয়াত চালান,

তবে আপনি সাহাবাদের সেই ওয়াকফের আধুনিক রূপ—ফি সাবিলিল্লাহ ওয়াকফ 2.0।

উপ অধ্যায় ৪: "ফি সাবিলিল্লাহ" ও দাওয়াতের প্রসার

ইমাম রাগিব আসফাহানী বলেন, "ফি সাবিলিল্লাহ" শুধু জিহাদ নয়, বরং "সব কাজ যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়"— তার মধ্যে ইলম, শিক্ষা, সমাজসেবা, চিকিৎসা, ও মিডিয়া সবই পড়ে। আজকের যুগে যখন দাওয়াত অনলাইনে, ভিডিও ও বইয়ের মাধ্যমে পৌঁছায়,

তখন সেই প্রচারের জন্য খরচ করা মানে “ইলমে জিহাদ”— একটি অদৃশ্য যুদ্ধ, যেখানে অস্ত্র নয়, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন ও ইনফাক ব্যবহৃত হয়।

উপ অধ্যায় ৫: হাদীসসমূহে ব্যয়ের গুরুত্ব

নবী ﷺ বলেন,

> “যে আল্লাহর পথে এক দিরহাম খরচ করে, তার সওয়াব সত্তরগুণ।” (তিরমিজি ১৬২৪)

আরও বলেন,

“যে ইলমের পথে এক দিন খরচ করে, আল্লাহ তার মুখকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্বে রাখেন।” (মুসনাদ আহমদ)

অর্থাৎ দাওয়াত ও ইলমে খরচ মানে নিজের মুক্তির পথ তৈরি করা।

আর যে অর্থ ব্যয় না করে সমালোচনা করে, সে আল্লাহর কাজ থামাতে চায়—

যা কুরআনে বলা হয়েছে “মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।” (সূরা আত-তাওবা ৯:৬৭)

উপ অধ্যায় ৬: বেদ ও গীতা — অর্থ ব্যয় হলো ত্যাগের ধর্ম

ঋগ্বেদ ১০.৮৫.২৭: “যে ত্যাগ করে, সে চিরস্থায়ী।”

গীতা ৪:৩৩ বলে, “যজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো জ্ঞানদান।”

গীতা ১৭:২০ যোগ করে, “দান হোক কর্তব্যবোধ থেকে, প্রত্যাশা ছাড়া।”

অর্থাৎ যিনি দাওয়াত বা শিক্ষার তহবিলে দান করেন, তাঁর দান ঈশ্বরীয় যজ্ঞ।

এখানেও “ত্যাগ” মানে অর্থ ব্যয়—যা দাওয়াতের নিত্য অংশ।

উপ অধ্যায় ৭: ত্রিপিটক — সংঘদান ও ধর্ম প্রচার

বৌদ্ধ ধর্মে “সংঘদান” এমন এক প্রথা,
যেখানে সমাজের মানুষরা খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ দান করে যেন ধর্মচর্চা টিকে থাকে।

বুদ্ধ বলেছেন,

> “যে ধর্মচর্চার পরিবেশ রক্ষা করে, সে নির্বাণের পথে হাঁটে।”
(Vinaya Pitaka)

ইসলামে এটি “ফি সাবিলিল্লাহ”; খ্রিষ্টধর্মে “Tithe”; বৌদ্ধ ধর্মে “সংঘদান”—

সব ধর্মেই বলা হয়েছে:
“ধর্ম প্রচার অর্থ ছাড়া টেকে না।”

উপ অধ্যায় ৮: জেন্দ আবেস্তা — ইনফাকের মহিমা

Ahura Mazda বলেন,

> “He who spends his strength and wealth for truth keeps the fire eternal.” (Yasna 31:8)

অর্থাৎ সত্য ও ধর্ম টিকিয়ে রাখতে ব্যয় হলো ইবাদত।
যে ব্যয় করে না, সে অন্ধকার ডেকে আনে।

ইসলামও একই কথা বলে—
“إِن تُنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ” — “তোমরা যা ব্যয় করো, তা তোমাদের নিজেদেরই মঙ্গল।” (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৬)

উপ অধ্যায় ৯: সুফিবাদ ও তাসাউফে ফি-সাবিলিল্লাহ

সুফিরা বলেন, “যে জ্ঞান ছড়ায়, সে আল্লাহর সৈনিক।”

হযরত দাতা গঞ্জবখশ (রহ.) বলেন, “ইলমকে ছড়াতে যে ব্যয় হয়, সেটাই সত্যিকারের দান।”

ইমাম জুনায়েদ বাগদাদী বলেন, “ইলম ফকিরদের রিজিক, আর ইনফাক তাদের অস্ত্র।”

সুতরাং ফি-সাবিলিল্লাহ মানে কেবল দান নয়—
একটি আত্মিক তহবিল, যা নূরের ধারাকে প্রবাহিত রাখে।

উপ অধ্যায় ১০: ইনফাক বন্ধ মানে দাওয়াতের মৃত্যু

ইতিহাস সাক্ষী—
যখন মুসলিম সমাজ ইনফাক বন্ধ করেছে, দাওয়াত দুর্বল হয়েছে।
মাদ্রাসা, মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কুতুবখানা—সবই ইনফাকে টিকে।
যেখানে ইনফাক আছে, সেখানেই আলো; যেখানে থেমে যায়, সেখানে অন্ধকার।

নবী ﷺ বলেন,

> “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় বন্ধ করে, আল্লাহও তার রিজিক সংকুচিত করেন।” (ইবনে মাজাহ ২৪৩১)
তাই ইনফাক থামানো মানে ইলমের মৃত্যু; ব্যয় করা মানে ইলমের পুনর্জীবন।

উপসংহার

“ফি সাবিলিল্লাহ” ইসলামি অর্থনীতির হৃদয়।
এটি যুদ্ধের নয়, বরং আল্লাহর সব কাজে ব্যয়ের নির্দেশ।
দাওয়াত, শিক্ষা, আধ্যাত্মিক সাধনা, বই প্রকাশ, ওয়েবসাইট চালানো—সবই ফি-সাবিলিল্লাহ।
যে ব্যক্তি ইলম প্রচারে ব্যয় করে, সে নবীর সহচর;
আর যে এই ব্যয়কে ব্যবসা বলে, সে কুরআনের গভীরতা বোঝে না।

🕋 ইলম প্রচারে অর্থ ব্যয় করা হলো আল্লাহর নির্দেশিত ফরজে কিফায়া। ইনফাক ছাড়া দাওয়াত টিকে না;
যেভাবে তেল ছাড়া প্রদীপ জ্বলে না—
তেমনি ইনফাক ছাড়া ইলমের নূরও নিভে যায়।

🌟অধ্যায় ৩ : নবী ﷺ এর যুগের ফান্ডিং ব্যবস্থা — সাহাবাদের ওয়াকফ ও সহায়তা

ভূমিকা

দাওয়াত ও ইলমের প্রচার কোনো অলৌকিকভাবে হয়নি; নবী ﷺ- এর যুগেই তার জন্য শক্ত আর্থিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল।
মসজিদে নববী নির্মাণ, গাজওয়াত (যুদ্ধ), শিক্ষার আসর, আশহাবে সুফফা—সবকিছুই চলেছে সাহাবাদের দান, ইনফাক ও ওয়াকফের মাধ্যমে।
এই ব্যবস্থাই ইসলামী দাওয়াতের প্রথম অর্থনৈতিক ভিত্তি।
যারা বলে "ইলম বিনা অর্থে হতে হবে", তারা নববী ইতিহাসই জানে না—কারণ ইলমের পথেই প্রথম তহবিল গঠিত হয়েছিল।

উপ অধ্যায় ১: মসজিদে নববী — প্রথম দাওয়াতি ফান্ড

মসজিদে নববী ছিল কেবল নামাযের স্থান নয়; এখানেই গড়ে উঠেছিল ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়।
এটির জমি কিনে দিয়েছিলেন সাহাবারা, আর নির্মাণে শ্রম দিয়েছিলেন নবী ﷺ নিজে। (ইবনে হিশাম, সিরাহ ২/২৫৫)
মাটি, কাঠ, খরচ—সবই ছিল দান।

> "যে ব্যক্তি আল্লাহর ঘর নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে ঘর বানান।" (সহীহ মুসলিম ৫৩৩)

অর্থাৎ প্রথম দাওয়াত কেন্দ্রই দাঁড়িয়েছিল ব্যয়ের ওপর।
আজকের দাওয়াতি প্রতিষ্ঠান বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মও সেই ঐতিহ্যেরই অংশ।

উপ অধ্যায় ২: আশহাবে সুফফা — দাওয়াতের প্রথম রেসিডেনশিয়াল ইনস্টিটিউট

নবী ﷺ মসজিদে নববীর পাশে তৈরি করেছিলেন আসহাবে সুফফা—যারা দিনরাত শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজ করতেন।
তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় আসত সাহাবাদের দানে।
📜 ইমাম নববী বলেন, "আসহাবে সুফফার খরচই ছিল প্রথম ওয়াকফ বাজেট।" (শরহ সহীহ মুসলিম)
যদি সেই সময় সাহাবারা দান না করতেন, দাওয়াত থেমে যেত।
এটাই প্রমাণ করে—ইলম ও দাওয়াত চলতে পারে কেবল অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে।

উপ অধ্যায় ৩: গাজওয়াত তহবিল — ইনফাকের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত

নবী ﷺ প্রতিটি যুদ্ধে আগে ঘোষণা দিতেন:

> "কে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে?" (সহীহ বুখারী ২৮৪৩)
তাবুক যুদ্ধের সময় উমার (রা.) তাঁর সম্পদের অর্ধেক, আবু বকর (রা.) সব কিছু, ওসমান (রা.) তিনশ উট দান করেন। ইবনে হিশাম বলেন, "ওসমানের দান দেখে নবী ﷺ তিনবার বলেছিলেন, 'আল্লাহ আজ ওসমানের ওপর সন্তুষ্ট।'"

এই ফান্ডেই চলত সৈন্যদের খাদ্য, বর্ম, ও দাওয়াতের প্রস্তুতি। তাহলে যুদ্ধের দাওয়াতে ইনফাক বৈধ হলে, ইলমের দাওয়াতে তো তা আরও বেশি জরুরি।

উপ অধ্যায় ৪: যাকাত তহবিল — ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি

কুরআনে বলা হয়েছে,

> "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ" — "যাকাত ব্যয় হবে গরীব, মিসকিন ও আল্লাহর পথে।" (সূরা আত-তাওবা ৯:৬০)

ইবনে আব্বাস বলেন, "আল্লাহর পথে" মানে হলো শিক্ষা, দাওয়াত ও জিহাদের সব কাজ।
অর্থাৎ যাকাতের অংশও দাওয়াত ও ইলমের ফান্ডিংয়ে ব্যয়যোগ্য।
এই আয়াতই প্রতিষ্ঠা করে ইলম রক্ষায় অর্থ ব্যয় ফি-সাবিলিল্লাহ।

উপ অধ্যায় ৫: সাহাবাদের ওয়াকফ ও দাওয়াতি সম্পদ

উমর (রা.) বলেন,

> "আমি আমার খাইবারের জমি ওয়াকফ করলাম, যাতে এর আয় আল্লাহর পথে ব্যয় হয়।" (সহীহ বুখারী ২৭৩৭)

ওসমান (রা.) "বিরে রুমাহ" নামের কূপ কিনে মানুষকে পানি দান করেন। (তিরমিজি ৩৭০৩)

এই ওয়াকফগুলো ইসলামিক শিক্ষা ও দাওয়াতের তহবিল হিসেবে ব্যবহার হত।

আজকের যুগে যেভাবে ওয়েবসাইট বা ইউটিউবের জন্য অর্থ লাগে, তখন সেই অর্থ আসত সাহাবাদের ওয়াকফ থেকে। অতএব, আপনি যদি ওয়াকফের রূপে কাজ চালান, আপনি সাহাবিদের পথেই আছেন।

উপ অধ্যায় ৬: নবী ﷺ এর নিজের গ্রহণ ও দাওয়াত ফান্ড

অনেকেই ভাবে নবী ﷺ কখনো অর্থ নেননি—এ ধারণা ভুল। নবী ﷺ বায়তুল-মাল থেকে দাওয়াতি ব্যয়ের অর্থ গ্রহণ করতেন। (ইবনে সা'দ, তাবাকাত ১/২৮৫)
হযরত বিলাল (রা.) ছিলেন বায়তুল-মালের দায়িত্বে।
নবী ﷺ বলতেন,

> "যেখানে আল্লাহর কাজ হবে, সেখানে ব্যয় করো।"
এটাই ছিল প্রথম "দাওয়াত বাজেট।"
অর্থাৎ ইসলাম প্রচার শুধুই ইবাদত নয়, একটি সংগঠিত আর্থিক প্রক্রিয়া।

উপ অধ্যায় ৭: নারীদের ইনফাক — উহুদের নারী সাহাবারা

উহুদ যুদ্ধের সময় সাহাবীয়ারা নিজের গহনা খুলে দান করেছিলেন। (ইবনে হিশাম, সিরাহ)
হযরত আয়েশা (রা.) ও উম্মে সালমা (রা.) নিজেদের সম্পদ দান করেন নবী ﷺ- এর দাওয়াতি অভিযানে।
তাদের এই ব্যয় নবী ﷺ প্রশংসা করেছিলেন, বলেন,

> "তোমাদের এই দান তোমাদের জন্য ঢাল হবে।" (সহীহ বুখারী ১৪১৮)
এতে বোঝা যায়, নারী-পুরুষ উভয়ের ইনফাক ছাড়া দাওয়াত অচল।

উপ অধ্যায় ৮: নবী ﷺ- এর অর্থনীতি ও ইনফাকের ভারসাম্য

রাসূল ﷺ কখনো দাওয়াতি কাজে অর্থ নষ্ট হতে দেননি,
বরং শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে ইনফাক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।
তিনি বলেছেন,

> “যে আল্লাহর পথে এক দিরহাম খরচ করে, তার সওয়াব সাতশ গুণ।” (সহীহ বুখারী ১৪১৩)

তিনি নিজে দারিদ্র্যে থেকেও ইনফাক করেছেন—
যাতে দেখান, দাওয়াত ও ইলমে ব্যয় শুধু ধনীর নয়, মুমিনের কর্তব্য।

উপ অধ্যায় ৯: সাহাবিদের স্বেচ্ছায় ত্যাগ ও ইনফাক সংস্কৃতি

এক সাহাবি তাঁর শেষ তিন দিরহাম দান করেন, নবী ﷺ বলেন,

> “তুমি জান্নাতের ব্যবসা করেছো।” (মুসনাদ আহমদ ৫/২২১)

ইবনে আব্বাস বলেন, “সাহাবারা দাওয়াতে ব্যয় করতে গর্ববোধ করতেন, লজ্জা নয়।”

তারা জানতেন—ইলম ও দাওয়াত টিকিয়ে রাখাই সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ।

আজ যে কেউ ইলম রক্ষায় ব্যয় করে, সে সেই সাহাবিদের উত্তরাধিকারী।

উপ অধ্যায় ১০: নববী যুগ থেকে আজকের দাওয়াত অর্থনীতি

নবী ﷺ এর যুগের বায়তুল-মাল, সাহাবাদের ওয়াকফ, ও উম্মাহর ইনফাক—সব মিলেই গড়ে ওঠে ইসলামের প্রথম অর্থনৈতিক মডেল। আজকের যুগে সেই ইনফাক রূপ নিয়েছে—

- ভিডিও প্রোডাকশন
- বই প্রকাশ
- ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণ
- সামাজিক প্রচারণা

সবই ইসলামী ফি-সাবিলিল্লাহ কাজের আধুনিক রূপ।
যে অর্থ এই খাতে ব্যয় হয়, তা "ইলমে জিহাদ"-এর অংশ। সুতরাং ইলমে ব্যয় করা মানে নবী ﷺ- এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

উপসংহার

নবী ﷺ এর যুগে ইসলাম টিকে ছিল অর্থ ও ইনফাকের ওপর। সাহাবারা বুঝেছিলেন—ইলমের নূর টিকিয়ে রাখতে তেল দরকার, আর সেই তেল হলো ইনফাক।
কুরআনে আল্লাহ বলেন,

> "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" — "তোমরা যা ভালোবাসো তা ব্যয় না করা পর্যন্ত প্রকৃত ধার্মিকতা পাবে না।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৯২)

আজও সেই একই সত্য—
যে দাওয়াত চালায়, তাকে অর্থ লাগে;
যে ইনফাক করে, সে নবীদের পথে;

আর যে সমালোচনা করে, সে ইতিহাসের অজ্ঞ।

📿 ইলম ও দাওয়াতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নববী সুন্নাহর অংশ — ইনফাক ছাড়া ধর্ম টিকে না।

🌟অধ্যায় ৪ : বেদ ও গীতায় জ্ঞান রক্ষার দান ব্যবস্থা

(Vedic and Gita-Based Divine Funding System for the Preservation of Knowledge)

ভূমিকা

ইসলামের মতোই বৈদিক ধর্মগ্রন্থেও ইলম বা জ্ঞানের রক্ষায় ব্যয়কে ঈশ্বরীয় কর্তব্য বলা হয়েছে।
ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ ও ভগবদ্‌গীতার পৃষ্ঠায় জোর দেওয়া হয়েছে তিনটি বিষয়ের ওপর—

1. জ্ঞানই ব্রহ্ম (ঈশ্বরীয় শক্তি)
2. জ্ঞানের প্রচারে দান বা যজ্ঞ অপরিহার্য,
3. জ্ঞানের ব্যয় মানেই আধ্যাত্মিক ত্যাগ।

আজ যারা ভাবে ধর্মীয় কাজ বিনা অর্থে হতে হবে, তারা বুঝে না —

ব্রহ্মের আলো (জ্ঞান) টিকিয়ে রাখতে "ত্যাগ" অর্থেই "দান" বা ব্যয় আবশ্যক।

উপ অধ্যায় ১: বেদে জ্ঞানের উৎস — ব্রহ্মই জ্ঞান

ঋগ্বেদ বলে,

> “ज्ञानं ब्रह्म” — “জ্ঞানই ব্রহ্ম।” (ঋগ্বেদ ১০.১৯১.২)
অর্থাৎ ঈশ্বর ও জ্ঞানের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই।
যে জ্ঞানকে রক্ষা করে, সে ব্রহ্মকেই রক্ষা করে।
বেদের ঋষিরা বলতেন—“যে দান করে, সে আলোর ধারক।”

এই দানের অর্থ শুধু খাদ্য নয়, বরং শিক্ষা, আশ্রম, ও গুরুদের সেবা।
অতএব, বেদের মতে জ্ঞান রক্ষার ব্যয় মানেই ঈশ্বররক্ষার কাজ।

উপ অধ্যায় ২: “যজ্ঞ” – জ্ঞানরক্ষার অর্থনৈতিক মডেল

বেদের অন্যতম প্রধান ধারণা “যজ্ঞ”।
যজ্ঞ মানে কেবল আগুনে হোম নয়; এটি এক প্রকার অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ত্যাগ।
অথর্ববেদ বলে,

> “यज्ञो वै सर्वोत्तमं धनं” — “যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ সম্পদ।” (অথর্ববেদ ৯.১.৪)
এখানে “যজ্ঞ” মানে সেই ত্যাগ যার মাধ্যমে জ্ঞান ও ধর্ম টিকে থাকে।

অতএব, যে ব্যক্তি গুরুর শিক্ষাকেন্দ্র, আশ্রম বা ধর্মপ্রচারে অর্থ দেয়, সে “যজ্ঞকারী”—
এবং যজ্ঞে অংশ না নেওয়া মানে জ্ঞানের ক্ষয় ডেকে আনা।

উপ অধ্যায় ৩: গুরুদক্ষিণা — জ্ঞানের বিনিময়ে ত্যাগ

বেদের ঐতিহ্যে ছাত্র শিক্ষা শেষ করে গুরুকে “গুরুদক্ষিণা” দিত।

এটি কোনো মূল্য নয়, বরং এক আধ্যাত্মিক প্রতিশ্রুতি।

মনুস্মৃতি (২:২৪৫) বলে,

> “বিদ্যাং গুরুকুলাত্ প্রাপ্য দদ্যাত্ দক্ষিণাং ততঃ।” — “গুরুকুলে শিক্ষা অর্জন শেষে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর।”

অর্থাৎ জ্ঞান বিনা দানে পূর্ণ হয় না।

যে গুরুদক্ষিণা দেয় না, তার জ্ঞান অপূর্ণ থাকে।
ইসলামে একেই বলা হয় “ফি সাবিলিল্লাহ ইনফাক”—আল্লাহর পথে ত্যাগ।

উপ অধ্যায় ৪: ভগবদ্গীতা — জ্ঞানদান সর্বোচ্চ ত্যাগ

গীতা ৪:৩৩ বলে,

> “শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হলো জ্ঞানদান।”
এখানে “যজ্ঞ” মানে ত্যাগ ও ব্যয়।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেন,
“তুমি জ্ঞানীজনদের সেবা করো, বিনয় ও দান দিয়ে।” (গীতা ৪:৩৪)

অর্থাৎ জ্ঞানের ধারায় অর্থ দেওয়া হলো পূজার সমান।
যে দান করে সে জ্ঞানের ধারক হয়; যে দান থামায়, সে অন্ধকার ডেকে আনে।

উপ অধ্যায় ৫: অর্থ ব্যয় ও আত্মিক মুক্তি

গীতা ১৭:২০ বলে,

> “যে দান কর্তব্যবোধ থেকে দেয়, ফলের প্রত্যাশা ছাড়া, সেই দানই শুদ্ধ।”

এখানে শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি বলছেন—সৎ উদ্দেশ্যে দেওয়া অর্থই মোক্ষের পথ।

যদি কেউ দাওয়াত, ধর্ম বা শিক্ষা রক্ষায় ব্যয় করে,
তবে সে সেই “শুদ্ধ দাতা” যার দান ঈশ্বর নিজে গ্রহণ করেন।

অতএব, অর্থ ব্যয় শুধু প্রয়োজন নয়, এটি আত্মার মুক্তির পথ।

উপ অধ্যায় ৬: বেদের আশ্রম ব্যবস্থা ও ফান্ডিং সংস্কৃতি

প্রাচীন ভারতে চার আশ্রম ছিল: ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য, বনপ্রস্থ, সন্ন্যাস।

গার্হস্থ্য আশ্রমের কাজ ছিল অন্য তিন আশ্রমের খরচ বহন করা। (গৃহসূত্র ২.১৫)

অর্থাৎ গৃহীরা দান করতেন যাতে ঋষি, গুরু ও সন্ন্যাসীরা ইলম ছড়াতে পারেন।

এটি ছিল প্রাচীন “ওয়াকফ সিস্টেম” — যা ইসলামী ইনফাকেরই এক রূপ।

এই কাঠামো ছাড়া কোনো ধর্ম বা শিক্ষা টেকেনি, টিকবেও না।

উপ অধ্যায় ৭: বেদের “দান” ধারণা ও আল্লাহর ইনফাকের মিল

ঋগ্বেদ ১০.১১৭.৬ বলে,

> “দাতা সুখে থাকে, কৃপণ নরক পায়।”
কুরআন বলে,

“الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرةً منه وفضلاً” — “শয়তান ভয় দেখায় দারিদ্র্যের, আর আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন ক্ষমা ও অনুগ্রহের।” (সূরা আল-বাকারা ২:২৬৮)

দুই ধর্মই বলছে—দান বা ইনফাক করলে দরিদ্র হয় না, বরং আলোকিত হয়।

অতএব, দাওয়াতের পথে অর্থ ব্যয় করা হলো আল্লাহ ও ব্রহ্মের মিলিত বিধান।

উপ অধ্যায় ৮: বেদে ধর্মচক্র ও ইনফাকের ভারসাম্য

ঋগ্বেদ বলে,

> “যজ্ঞ, দান ও শিক্ষা—এই তিন চক্রে পৃথিবী ঘোরে।” (ঋগ্বেদ ১.১৬৪.৩৯)
যদি এক চক্র বন্ধ হয়, পৃথিবীও অচল।

আজকের যুগে সেই তৃতীয় চক্র—“শিক্ষা”—চালাতে যে ব্যয় লাগে, সেটিই আধুনিক যজ্ঞ।

ইসলামে যেমন বলা হয় “ফি সাবিলিল্লাহ ব্যয় করো,” বেদেও বলা হয় “যজ্ঞে দান করো।”

দুই পথই একই আধ্যাত্মিক অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি।

উপ অধ্যায় ৯: গীতা ও ইসলামের একত্রীকৃত তত্ত্ব

গীতা ৩:১৩ বলে,

> “যে ব্যক্তি ত্যাগ করে না, সে পাপভোগী।”
ইসলামও বলে,

“মা আনফাকতুম মিন খাইরিন ফা ইন্নাল্লাহা বিহি আলীম।” — “তোমরা যা ব্যয় করো, আল্লাহ তা জানেন।” (সূরা আল-বাকারা ২:২৭৩)

দুই ধর্মই বলে—আধ্যাত্মিক কাজে ব্যয় না করা মানে অজ্ঞতায় পতন।

অতএব, ইলমের জন্য অর্থ দেওয়া মানে আল্লাহ ও ঈশ্বর দুজনেরই আদেশ পালন।

উপ অধ্যায় ১০: আজকের বাস্তবে বেদীয় যজ্ঞের পুনর্জন্ম

আজ মন্দিরে, মাদ্রাসায়, আশ্রমে, ও দাওয়াতি প্ল্যাটফর্মে ব্যয়—
সবই সেই প্রাচীন যজ্ঞের আধুনিক রূপ।
যেমন বেদে আগুনে হোম দেওয়া যেত,
তেমন এখন ইলমের আগুনে ইনফাকের তেল দেওয়া হয়। যে তেল বন্ধ হয়, সে প্রদীপ নিভে যায়।

অর্থ ব্যয় ছাড়া ধর্ম, জ্ঞান ও দাওয়াতের প্রদীপ টিকবে না।

উপসংহার

বেদ ও গীতা বলেছে: “দানই ধর্মের হৃদয়।”
ইসলাম বলেছে: “ইনফাকই ঈমানের রস।”
দুই দিকই একই কথা বলছে—

> “জ্ঞান টিকিয়ে রাখতে অর্থ ব্যয় করা ঈশ্বরীয় নির্দেশ।”

📿 তাই যারা ইলম ও দাওয়াতের জন্য অর্থ ব্যয় করে, তারা শুধু মুসলিম নয়, তারা ঈশ্বরীয় ত্যাগীর সারিতে।
আর যারা ব্যয় না করে সমালোচনা করে, তারা বেদের ভাষায় “অন্ধকর্মা”—

অর্থাৎ “যারা অন্ধকারে কাজ করে।”

🕋 ইলম টিকিয়ে রাখতে অর্থ ব্যয় করা ব্রহ্মেরও আদেশ, আল্লাহরও ফরজ। ইনফাকই নূরের তেল, যা সব যুগে অপরিহার্য।

🌟অধ্যায় ৫ : ত্রিপিটক ও বৌদ্ধ দর্শনে ধর্মদান, ব্যয় ও জ্ঞানরক্ষা

(Dhammadāna: The Buddhist Economics of Spiritual Expenditure)

ভূমিকা

যেমন ইসলামে "ইনফাক ফি-সাবিলিল্লাহ" বলা হয়, তেমনি বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয় "ধর্মদান"

(Dhammadāna) — অর্থাৎ ধর্ম প্রচারের জন্য দান করা।

বুদ্ধ স্বয়ং বলেছেন,

> "Sabbadānaṃ Dhammadānaṃ Jināti" — "সর্বোচ্চ দান হলো ধর্মদান।" (ধম্মপদ, পদ ৩৫৪)

অর্থাৎ খাদ্যদান, বস্ত্রদান বা সোনাদান নয়; সর্বোচ্চ দান হলো সেই অর্থ ব্যয়, যার মাধ্যমে ধর্ম ও জ্ঞান টিকে থাকে। বুদ্ধের মতে, ধর্ম বিনা ব্যয়ে টেকে না।
যে দান করে, সে ধর্মরক্ষক; যে দান করে না, সে অন্ধকারে পতিত হয়।

উপ অধ্যায় ১: ধম্মপদে ধর্মদানের শ্রেষ্ঠত্ব

ধম্মপদ ৩৫৪ এ বলা হয়,

> "সর্বোচ্চ দান ধর্মদান, সর্বোচ্চ স্বাদ ধর্মের স্বাদ, সর্বোচ্চ আনন্দ ধর্মে তৃপ্তি।"

এখানে "ধর্মদান" বলতে বোঝানো হয়েছে—
ধর্ম প্রচারে অর্থ, সময়, শ্রম ও সম্পদ ব্যয়।
যেমন ইসলাম বলে "ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ,"

তেমনি বুদ্ধ বলেছিলেন, “যে ধর্মরক্ষার জন্য দান করে, সে নির্বাণের নিকটে।” (আঙ্গুত্তর নিকায় ৮:৩৬)

অর্থাৎ, ধর্ম ও জ্ঞান টিকিয়ে রাখতে অর্থ ব্যয় অপরিহার্য — এটি মুক্তির অংশ।

উপ অধ্যায় ২: সংঘদান — বৌদ্ধ ধর্মের ইনফাক ব্যবস্থা

বৌদ্ধ সমাজে “সংঘদান” ছিল সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ভিক্ষুদের ধর্মপ্রচার চালু থাকত।

মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, ও অর্থ দান করত যাতে ভিক্ষুরা চিন্তামুক্তভাবে ধর্ম শেখাতে পারেন।
বুদ্ধ নিজেই বলেছিলেন,

> “যে সংঘের প্রয়োজন মেটায়, সে আমার কাজেই সহায়।” (Vinaya Pitaka)

এটি ঠিক ইসলামের “ফি সাবিলিল্লাহ” ব্যবস্থার মতো।
বৌদ্ধ ধর্মে এই দানকে বলা হয় “সদ্ধা-দানা” — অর্থাৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে দেওয়া দান।

যে দান করে, সে কেবল ধর্মই নয়, নিজের আত্মাকেও শুদ্ধ করে।

উপ অধ্যায় ৩: পারমিতা দর্শন ও ত্যাগের গুরুত্ব

বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয়, মুক্তি অর্জনের জন্য দশটি পারমিতা (পূর্ণতা) অর্জন করতে হয়।

এর মধ্যে অন্যতম হলো “দানা পারমিতা” — দানের পূর্ণতা।

এই দান শুধু বস্তু নয়;

> “যে ধর্ম টিকিয়ে রাখে, সে দানী; যে ধর্মে ব্যয় করে, সে বোধিসত্ত্ব।” (জাতক, ৫২৭)

অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব হওয়ার পথও ব্যয়ের মাধ্যমে।

যে অর্থ ব্যয় করে, সে নিজের ভিতরে করুণা জাগায়—এটাই নির্বাণের প্রাকধাপ।

উপ অধ্যায় ৪: ভিক্ষু ও গৃহীর পারস্পরিক সম্পর্ক

বুদ্ধ বলেন,

> “গৃহী ভিক্ষুকে দান করে, ভিক্ষু গৃহীকে ধর্ম দেয়।” (আঙ্গুত্তর নিকায় ৪:৩১)

এই পারস্পরিক সম্পর্কই বৌদ্ধ অর্থনীতির হৃদয়।

এখানে স্পষ্ট — গৃহী (দাতা) যদি দান না করে, ভিক্ষু ধর্ম শেখাতে পারবে না।

আর যদি ভিক্ষু না থাকে, গৃহীও অন্ধকারে থাকবে।
অতএব, অর্থ ব্যয় হলো ধর্মচক্রের জ্বালানি।

উপ অধ্যায় ৫: বুদ্ধের নিজের জীবনে দান ও ব্যয়ের দৃষ্টান্ত

বুদ্ধ নিজে রাজপুত্র ছিলেন; কিন্তু মুক্তির পথে বেরিয়ে সব কিছু দান করে দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন,

> "যে দেয়, সে মুক্ত হয়; যে ধরে রাখে, সে বাঁধা পড়ে।" (ধম্মপদ ৩৩১)

এই দানের শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিকও—

বুদ্ধ মগধ রাজা বিম্বিসার ও আনন্দকে বলেছিলেন,
"যে ধর্মে ব্যয় করে, সে রাজাদের রাজা।" (Vinaya Pitaka) অর্থাৎ ধর্ম প্রচারে ব্যয় করা হলো রাজকীয় কাজ।

উপ অধ্যায় ৬: "বুদ্ধসাসন" — সংগঠিত ধর্ম ফান্ড

বুদ্ধ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "বুদ্ধসাসন" নামের এক সংগঠন, যেখানে সংঘ পরিচালনা ও ধর্ম প্রচারের জন্য দানের তহবিল ছিল।

এই ফান্ডে আসত রাজা, গৃহী, সাধারণ মানুষের দান।
এটি ছিল বৌদ্ধ সমাজের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক ফান্ড।

ইসলামের বায়তুল-মাল ও সাহাবিদের ওয়াকফের মতোই, এই ফান্ডই ধর্ম ও জ্ঞান টিকিয়ে রেখেছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী।

উপ অধ্যায় ৭: থেরবাদ ও মহাযান — দানের ঐক্যনীতি

যদিও বৌদ্ধ ধর্মে দুটি প্রধান শাখা, থেরবাদ ও মহাযান,
তবে উভয়েই একমত—

> “ধর্মরক্ষায় দান হলো সর্বোচ্চ পূণ্য।”
থেরবাদে বলা হয় “দানা পারমিতা”,
মহাযানে বলা হয় “বোধিসত্ত্ব ত্যাগ।”

দুই ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে—জ্ঞান টিকে না যদি অর্থ থেমে যায়।
তাহলে অর্থ ব্যয় কোনো বিলাস নয়, বরং আত্মার কর্তব্য।

উপ অধ্যায় ৮: দান ও কর্মফল

বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাস করা হয়—

যে যত বেশি দান করে, তার পরবর্তী জন্মে ততই শুভ ফল আসে।

> “দাতা সুখে থাকে; দাতা ভালো ঘুমায়; দাতা মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়।”
(আঙ্গুত্তর নিকায় ৫:৩৪)

অর্থাৎ দান শুধু ধর্মরক্ষা নয়, নিজ আত্মার উন্নয়নও।
তাহলে ধর্মে ব্যয় করা মানে নিজের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি।

উপ অধ্যায় ৯: বুদ্ধের সতর্কবাণী — দান থেমে গেলে ধর্ম নষ্ট হবে

বুদ্ধ বলেছেন,

> “যদি দান বন্ধ হয়, ধর্মও ম্লান হয়ে যাবে; যেমন আগুন নিভে যায় তেল ছাড়া।” (Vinaya Pitaka)

এই সতর্কবাণীই প্রমাণ করে—
বৌদ্ধ ধর্মে অর্থ ব্যয় শুধু অনুমোদিত নয়, বরং অপরিহার্য।

যদি দান বন্ধ হয়, ভিক্ষু থাকবে না; ভিক্ষু না থাকলে ধর্ম শেখাবে কে?
অতএব, অর্থ ব্যয়ই ধর্মরক্ষার প্রাথমিক শর্ত।

উপ অধ্যায় ১০: বৌদ্ধ ধর্ম ও ইসলামের অর্থনৈতিক মিল

ইসলাম বলে,

> “وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ” — “আল্লাহর পথে ব্যয় করো।” (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৫)
বৌদ্ধ ধর্ম বলে,

“সর্বোচ্চ দান ধর্মদান।” (ধম্মপদ ৩৫৪)
দুই ধর্মই একই নীতিতে দাঁড়িয়ে—
ধর্মের কাজ বিনা ব্যয়ে টিকে না।

যে ব্যয় করে, সে নূরের ধারক;
যে থেমে যায়, সে অন্ধকারের পক্ষে।
এটাই “ইলমে জিহাদ” ও “ধর্মদান”-এর মিলনবিন্দু।

উপসংহার

বুদ্ধ, মুহাম্মদ ﷺ, ও সমস্ত নবী-ঋষি একই কথা বলেছেন

> “যে দান করে, সে আলো জ্বালায়; যে কৃপণতা করে, সে অন্ধকারে ডুবে যায়।”

📿 বৌদ্ধ ধর্মে দান হলো ধর্মের হৃদয়, ইসলামে ইনফাক হলো ঈমানের প্রমাণ।

দুইয়েরই মূল কথা এক—
ধর্ম প্রচার ও ইলম রক্ষায় অর্থ ব্যয় করা ঈশ্বরীয় আদেশ।

যে ব্যক্তি দানকে অপচয় ভাবে, সে শয়তানের প্রতারণায় আছে।
আর যে ব্যয়কে ইবাদত ভাবে, সে আল্লাহ ও বুদ্ধ উভয়ের পথিক।

🕋 ইলম ও ধর্মের নূর টিকিয়ে রাখতে অর্থ ব্যয় শুধু বৈধ নয়, বরং মুক্তির রাস্তা।

🌟অধ্যায় ৬ : জেন্দ-আবেস্তা ও জরথুস্ত্রীয় ধর্মে জ্ঞানরক্ষা ও ব্যয়নীতি

(Ahuraic Economics: The Zoroastrian Doctrine of Truth-Funding)

ভূমিকা

ইরানের প্রাচীন ধর্ম “জরথুস্ত্রীয়” বা “জেন্দ-আবেস্তা” কেবল আগুন-উপাসনা নয়, বরং “সত্য-রক্ষার ধর্ম”।

এর মূল লক্ষ্য ছিল — সত্য (Asha) ও অসত্য (Druj)-এর মধ্যে যুদ্ধে "Asha"-র জয় নিশ্চিত করা।
কিন্তু এই যুদ্ধ অস্ত্রে নয়, জ্ঞানে; আর জ্ঞান টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন সম্পদ।

আহুরা মাজদা (স্রষ্টা) ঘোষণা দেন —

> "He who upholds truth with wealth, keeps My Fire alive." (Yasna 31:8)

অর্থাৎ সত্য প্রচার করতে অর্থ ব্যয় করা মানেই ঈশ্বরের আগুন জ্বালিয়ে রাখা।

উপ অধ্যায় ১: "Asha" — সত্যের আলো ও ইলমের নূর

জেন্দ-আবেস্তা বলে,

> "Asha is the law of light." (Yasna 44:10)
এখানে "Asha" অর্থাৎ সত্য হলো নূরের প্রতীক।
ইসলামে যেমন বলা হয়,
"اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" — "আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর।" (সূরা আন-নূর ২৪:৩৫)
দুই ধর্মেই নূর-এর রক্ষার জন্য শ্রম, সময়, ও সম্পদ দরকার।
যে "Asha" রক্ষা করে, সে আল্লাহর নূর রক্ষা করে; আর যে ব্যয় করে, সে নূর জ্বালায়।

উপ অধ্যায় ২: আহুরা মাজদার নির্দেশ — ব্যয় করো সত্যের জন্য

জেন্দ-আবেস্তা (Yasna 31:8) বলে,

> “He who labors for the truth and spends his strength and wealth keeps My world alive.”
এই বাক্যেই “spends his wealth” — অর্থাৎ অর্থ ব্যয় করা হলো ঈশ্বরীয় ইবাদত।
আহুরা মাজদা বলেছেন, “যে ব্যয় করে, সে আমার সৈনিক।”
ইসলামও একই কথা বলে,
“وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ” — “আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করো।” (সূরা আত-তাওবা ৯:৪১)
অতএব, দুই আসমানী ভাষাতেই ব্যয় মানে “Truth-Jihad”।

উপ অধ্যায় ৩: অগ্নি-মন্দিরের তহবিল — ধর্মরক্ষার অর্থনীতি

প্রাচীন পারস্যে প্রতিটি “আতর” (অগ্নি-মন্দির)-এর নিজস্ব তহবিল ছিল।
এই ফান্ডে জমা হতো রাজা, বণিক ও সাধারণ মানুষের দান —
যার দ্বারা আগুন, পুরোহিত, ও ধর্মগ্রন্থ সংরক্ষণ চলত।
ইতিহাসবিদ Herodotus লিখেছেন,

> “The Zoroastrians maintained their Fire Temples through communal offerings.” (Histories, Book I)
অর্থাৎ, ধর্মের আলো জ্বলে থাকত দানের মাধ্যমে।
এই অগ্নিই ছিল জ্ঞানের প্রতীক — আগুনের তেল মানে ইনফাক।

উপ অধ্যায় ৪: “Druj” — অন্ধকার শক্তির কৌশল

জেন্দ-আবেস্তা বলে,

> “Druj (falsehood) triumphs when men become miserly.” (Vendidad 19:45)
অর্থাৎ কৃপণতা মানেই অন্ধকারের বিজয়।
যখন মানুষ দান বন্ধ করে, তখন সত্য-রক্ষার শক্তি দুর্বল হয়।
ইসলামও বলে,
“الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ…” — “শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায়।” (সূরা আল-বাকারা ২:২৬৮)
দুই ধর্মেই কৃপণতা শয়তানি, ব্যয় ঈমানি।
অতএব, ইলমে ব্যয় বন্ধ করা মানেই Druj-এর সেবা করা।

উপ অধ্যায় ৫: “Good Deeds, Good Words, Good Thoughts” — তিন স্তম্ভে ব্যয়

জরথুস্ত্রীয় ধর্মের মূল তিন নীতি হলো —
1. ভালো চিন্তা (Humata),
2. ভালো কথা (Hukhta),
3. ভালো কাজ (Hvarshta)।

এই তিনের মধ্যে “ভালো কাজ”-এর ব্যাখ্যা জেন্দ-আবেস্তায় দেওয়া হয়েছে—

> “To give of your wealth for truth and justice is the greatest good deed.” (Yasna 34:12)
অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম।
ইসলামও বলে,
“إِن تُنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ” — “তোমরা যা ব্যয় করো, তা তোমাদেরই জন্য কল্যাণ।” (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১৬)

দুই ধর্মের ভাষায় অর্থ ব্যয় = আত্মার মুক্তি।

উপ অধ্যায় ৬: ধর্মশিক্ষা ও “Mobed” তহবিল

জরথুস্ত্রীয় পুরোহিতদের বলা হতো “Mobed।”
তাদের শিক্ষা, বই সংরক্ষণ ও ধর্মচর্চার জন্য আলাদা তহবিল ছিল।
আভেস্তান গ্রন্থ “Vendidad”-এ বলা হয়েছে,

> “Let every believer share his gain to keep the Mobed in light.” (Vendidad 4:2)
অর্থাৎ ধর্মপ্রচারকের আলোক টিকিয়ে রাখতে সম্পদ ব্যয় করো।
যেমন ইসলামে বলা হয়, “আলিমের কলমের কালি শহিদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।”
তেমনি জেন্দ-আবেস্তায় বলা হয়েছে, “Mobed-এর তেল নিভে গেলে ঈশ্বর কাঁদেন।”

উপ অধ্যায় ৭: রাজা দারিয়ুস ও ধর্মফান্ড

রাজা দারিয়ুস মহান ছিলেন জরথুস্ত্রীয় ধর্মের বড় পৃষ্ঠপোষক।
তিনি আহুরা মাজদার নামে রাজকোষ থেকে তহবিল দিতেন ধর্মশিক্ষা ও অগ্নি-মন্দিরে।
তার শিলালিপিতে লেখা আছে:

> “By the will of Ahura Mazda, I spent from the treasury for the Truth.” (Behistun Inscription)
অর্থাৎ রাজকীয় সম্পদও ব্যবহার হতো “Asha”-র রক্ষায়।
এটাই ইসলামি “বায়তুল-মাল”-এর প্রাচীন রূপ।

উপ অধ্যায় ৮: আহুরার অগ্নি — ইলমের প্রতীক

জেন্দ-আবেস্তায় “আগুন” মানে জ্ঞান।

> “The Fire sees everything, knows everything.” (Yasna 36:6)

যেমন ইসলাম বলে,
“اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ”,
তেমনি আহুরা মাজদা বলেন, “আগুনই আমার নূর।”
এই আগুন টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন তেল, কাঠ ও অর্থ —
অর্থাৎ ইলমের জন্য প্রয়োজন ইনফাক।
যে ব্যয় করে না, সে নূর নিভিয়ে দেয়।

উপ অধ্যায় ৯: আধুনিক শিক্ষা ও প্রাচীন ফান্ডের ধারাবাহিকতা

আজকের ইসলামী দাওয়াত কেন্দ্র, ইউটিউব, ওয়েবসাইট, পিডিএফ বা ক্লাস—
সবই সেই প্রাচীন “Fire-Temple Funding”-এর আধুনিক রূপ।
আগে আহুরার আগুন জ্বলত মন্দিরে;
এখন আল্লাহর নূর জ্বলে জ্ঞানের মাধ্যমে।
দুই ক্ষেত্রেই ব্যয় অপরিহার্য।
অতএব, ইলমে ইনফাক মানে নূরের তেল — যুগে যুগে অপরিবর্তনীয়।

উপ অধ্যায় ১০: ইসলামী-জরথুস্ত্রীয় অর্থনৈতিক ঐক্য

কুরআন বলে,

> “وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” — “তাদের সম্পদে রয়েছে প্রাপ্য অংশ, যারা বঞ্চিত।” (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:১৯)

জেন্দ-আবেস্তা বলে,

“Share your wealth with the righteous, that Truth may live.” (Yasht 17:45)

অতএব উভয় ধর্মই বলে—

অর্থ হলো এক আমানত;

যে সত্য ও ধর্মের জন্য ব্যয় করে, সে ঈশ্বরের প্রিয়।

যে ব্যয় থামায়, সে শয়তানের সৈনিক।

উপসংহার

আহুরা মাজদা বলেছিলেন,

> “Keep My Fire alive with your effort and your gold.” (Yasna 31:8)

আর আল্লাহ বলেন,

“وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ” (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৫)

দুই বাক্য একই অর্থ বহন করে —

সত্য ও জ্ঞান টিকিয়ে রাখতে অর্থ ব্যয় করা ঈশ্বরীয় ফরজ।

যে ইলমের আলো জ্বালাতে সম্পদ দেয়, সে ফেরেশতাদের দলে।

আর যে থামায়, সে অন্ধকারের সেবক।

🕋 ইলমের আগুন টিকিয়ে রাখতে ইনফাকের তেল অপরিহার্য;

ইনফাক থেমে গেলে, নূর নিভে যায়।

🌟অধ্যায় ৭ : ইলম বিক্রি নয়, ইলম সংরক্ষণ — ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি

(Preserving Knowledge vs. Selling It: The Islamic Perspective)

ভূমিকা

ইসলামে "ইলম বিক্রি" নিষিদ্ধ, কিন্তু "ইলম রক্ষায় অর্থ গ্রহণ" বৈধ।
ইলম আল্লাহর নূর, যা বিনিময়ে বিক্রি করা যায় না;
কিন্তু সেই নূর সংরক্ষণে শ্রম, সময়, যন্ত্র, বই, ও পরিবেশ লাগে —
যার সবকিছুই ব্যয়ের মাধ্যমে চলে।
📿 ইলম বিক্রি করলে তা ব্যবসা,
কিন্তু ইলম টিকিয়ে রাখতে অর্থ গ্রহণ করলে তা ইবাদত।

উপ অধ্যায় ১: কুরআনের ভিত্তি — ইলম আল্লাহর আমানত

কুরআন বলে,

> "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" — "আল্লাহ আদমকে সব কিছুর নাম শিক্ষা দিলেন।" (সূরা আল-বাকারা ২:৩১)
এই ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত।
আমানত বিক্রি করা হারাম, কিন্তু আমানত রক্ষায় ব্যয় করা ফরজ।
তাই কেউ যদি বলে "ইলমে টাকা লাগবে না", সে আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ বন্ধ করছে।
আল্লাহ বলেন,
"وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (সূরা আল-বাকারা ২:১৯৫) —
অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয় করো, ইলম রক্ষার পথও তার অন্তর্ভুক্ত।

উপ অধ্যায় ২: নবী ﷺ ইলমের জন্য মজুরি গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন

এক সাহাবি রুকইয়া (দোয়া) পড়ে এক রোগীকে সুস্থ করেন;
পরিবারটি তাঁকে ৩০টি ছাগল দেয়।
সাহাবি তা নবী ﷺ-কে জানালে তিনি বলেন,

> “إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.”
— “আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ সবচেয়ে হালাল।” (সহীহ বুখারী ৫৭৩৭)
অর্থাৎ, আল্লাহর বাণী প্রচারের বিনিময়ে সম্মানী নেওয়া হারাম নয় — বরং বৈধ, যদি তা ইলমের বিক্রি নয়, বরং সংরক্ষণের খরচ হয়।

উপ অধ্যায় ৩: সাহাবিদের আমলে ইলম রক্ষায় তহবিল

হযরত উমার (রা.) বায়তুল-মাল থেকে শিক্ষকদের বেতন দিতেন।
(ইবনে আবি শাইবা, মুসান্নাফ)
ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী — সকলেই তাঁদের মাদ্রাসা চালাতেন দানের অর্থে।
ইবনে কাসির বলেন, “ইলমের রক্ষককে বেতন দেওয়া সুন্নাহ।”
তাহলে আজকের যুগে ভিডিও, বই, ক্লাস বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের খরচ নেওয়া নববী সুন্নাহর ধারাবাহিকতা।

উপ অধ্যায় ৪: হাদীসের নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত ব্যাখ্যা

রাসূল ﷺ বলেছেন,

> “যে ব্যক্তি ইলম বিক্রি করে, সে জাহান্নামের জ্বালানি।” (বায়হাকি, শু'আবুল ঈমান)

কিন্তু “বিক্রি” মানে এখানে ইলমকে লুকিয়ে রেখে বেচা।
যেমন, কেউ ইলম শেখাতে রাজি হয় না যতক্ষণ টাকা না পায় — এটাই হারাম।
কিন্তু কেউ ইলম শেখায়, আর মানুষ স্বেচ্ছায় দান করে তার রক্ষণাবেক্ষণে —
এটা হালাল, বরং মুস্তাহাব (সওয়াবের কাজ)।

উপ অধ্যায় ৫: ফিকহের রায় — ইলমের মজুরি বৈধ

ইমাম নববী (রহ.) বলেন,

> “তিলাওয়াত, কিরাত ও ইলম শেখানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ।” (আল-মাজমু’)

ইমাম ইবনে হজম বলেন,
“যে শিক্ষক ইলমে সময় দেয়, তার জন্য মজুরি বৈধ, কারণ সময়ও সম্পদ।”
অর্থাৎ, ইলম বিক্রি নয়, বরং সময় ও শ্রমের মূল্য।
এমনকি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনও মজুরি পান —
তাহলে ইলম প্রচারকও পেতে পারেন।

উপ অধ্যায় ৬: সুফি ও অলিয়ার দৃষ্টিতে ইলমের ব্যয়

হযরত দাতা গঞ্জবখশ (রহ.) বলেন,

> “ইলম নূর; আর নূর টিকে থাকে ইনফাকে।” (কাশফুল মাহজুব)

হযরত ইমাম গাজ্জালী বলেন,

“যে ইলম রক্ষায় ব্যয় করে, সে নূর সংরক্ষণে নিয়োজিত ফেরেশতাদের সমকক্ষ।”
তারা কেউই ইলম বিক্রি করেননি, কিন্তু ইলম রক্ষায় দান আহ্বান করেছেন।
এটাই ইসলামী ইনফাকের মূলনীতি।

উপ অধ্যায় ৭: ইলম ও ইনফাকের ভারসাম্য

কুরআন বলে,

> “يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ” (সূরা আল-মুজাদিলা ৫৮:১১)

এখানে “উতূ’ল ইলম” অর্থাৎ যারা ইলমকে টিকিয়ে রাখে।
ইলম টিকিয়ে রাখতে যে ব্যয় করে, সে আল্লাহর প্রিয়।
ইমাম রাগিব আসফাহানী বলেন,
“ইলম আল্লাহর আলো; ব্যয় হলো তার জ্বালানি।”
অর্থাৎ, ব্যয় ছাড়া আলো নিভে যায়।

উপ অধ্যায় ৮: নবীদের দৃষ্টান্ত — ইলমের জন্য অর্থ সংগ্রহ

নবী মূসা (আঃ) ও নবী খিজির (আঃ)-এর গল্পে দেখা যায়,
খিজির (আঃ) জাহাজে গর্ত করেন যাতে তা রাজা দখল না করে। (সূরা আল-কাহফ ১৮:৭৯)
এখানে তিনি ইলমের রক্ষায় “প্রয়োজনীয় ক্ষতি” করেছেন।
ইমাম রাযী বলেন, “ইলম টিকিয়ে রাখতে সব সময় ত্যাগ ও ব্যয় জরুরি।”
নবী দাউদ (আঃ) নিজে কামারের কাজ করতেন — যাতে নবুওয়াত টিকে থাকে অন্যের ওপর নির্ভর না করে। (আবু দাউদ ৩৬৪৬)

উপ অধ্যায় ৯: আধুনিক দাওয়াতে ইলম সংরক্ষণের খরচ

আজকের যুগে বই, ওয়েবসাইট, ভিডিও, এডিটিং, রিসার্চ, সার্ভার, মাইক্রোফোন, সফটওয়্যার — সবই অর্থনির্ভর।
ইলম বিনা ব্যয়ে ছড়ানো যায় না।
যেমন সাহাবারা উট দিতেন দাওয়াতে,
তেমনি আজ মানুষ দেয় সার্ভার ফি, প্রডাকশন কস্ট, মাইক্রোফোন, আলো।
উদ্দেশ্য একটাই — ইলম সংরক্ষণ, বিক্রি নয়।

উপ অধ্যায় ১০: ইনফাক না হলে ইলম নিভে যায়

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

> "ইলমের মৃত্যু মানে হলো ইলমধারীদের দারিদ্র্য।" (তাফসির ইবনে কাসির)

যখন সমাজ ইলমধারীদের সহায়তা বন্ধ করে,
তখন অজ্ঞতা রাজত্ব করে, আর আল্লাহর নূর নিভে যায়।
তাহলে যারা ইলমে ব্যয় করে, তারা আল্লাহর নূর জ্বালিয়ে রাখছে।
যারা ব্যয় থামায়, তারা শয়তানের পথে।

উপসংহার

ইলম বিক্রি করা হারাম, কারণ এটি আল্লাহর বাণী;
কিন্তু ইলম রক্ষায় অর্থ নেওয়া ও ব্যয় করা হালাল, কারণ এটি আমানতের সংরক্ষণ।
রাসূল ﷺ নিজে বলেছেন,

> “যে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে উপার্জন করে, সে হালাল উপার্জন করে।” (সহীহ বুখারী ৫৭৩৭)

📿 ইলম বিক্রি নয় — ইলম সংরক্ষণই উদ্দেশ্য।
আর ইলম সংরক্ষণ ইনফাক ছাড়া অসম্ভব।

🕋 তাই যে অর্থ নেয় ইলম রক্ষার জন্য, সে বণিক নয়,
সে নূরের পাহারাদার;
যে ব্যয় করে, সে ফেরেশতাদের সঙ্গী।

🌟অধ্যায় ৮ : যাকাত, সদকা ও ওয়াকফ — অর্থনৈতিক ইলমচক্রের নৈতিক বৈধতা

(Zakat, Sadaqah & Waqf: The Divine Economics of Knowledge Preservation)

ভূমিকা

ইসলাম শুধু আধ্যাত্মিক ধর্ম নয়, বরং এক পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ব্যবস্থা।
কুরআনের প্রতিটি সমাজভিত্তিক নির্দেশের কেন্দ্রে আছে “অর্থ ব্যয়” ও “ইলম রক্ষা।”
আল্লাহ বলেন,
> “وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ"
— “তাদের সম্পদে রয়েছে প্রাপ্য অংশ, যারা প্রশ্ন করে ও যারা বঞ্চিত।” (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:১৯)

ইলমের প্রাপক যেমন দরিদ্র নয়, তেমনি তার রক্ষাকারীও এক প্রকার “সাইল”—
যে আল্লাহর নূর টিকিয়ে রাখার জন্য সম্পদের আবেদন করে।
তাই যাকাত, সদকা ও ওয়াকফই ইসলামের ইলমচক্রের আর্থিক রক্তপ্রবাহ।

উপ অধ্যায় ১: যাকাতের প্রকৃত উদ্দেশ্য — সমাজে নূর টিকিয়ে রাখা

যাকাত মানে শুধু দরিদ্রকে টাকা দেওয়া নয়;
এটি এমন এক ব্যবস্থা যা সমাজে ইলম, ন্যায় ও হিদায়াত টিকিয়ে রাখে।
কুরআন বলে,

> “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا”
— “তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ কর, যা তাদের পরিশুদ্ধ করবে।”
(সূরা আত-তাওবা ৯:১০৩)

ইবনে কাসির বলেন,

> “যাকাত সমাজের জ্ঞান, ন্যায় ও ঈমানকে টিকিয়ে রাখার অর্থনৈতিক যন্ত্র।”
অতএব, যাকাত শুধু দারিদ্র্য বিমোচন নয়, ইলমচর্চার জ্বালানি।

উপ অধ্যায় ২: ফি সাবিলিল্লাহ — যাকাতের সপ্তম খাত

কুরআনে যাকাতের সাতটি খাত নির্ধারিত হয়েছে,
তার মধ্যে এক খাত হলো — “ফি সাবিলিল্লাহ” (সূরা আত-তাওবা ৯:৬০)

ইমাম নববী, ইমাম কুরতুবী ও ইবনে জারীর তাবারী বলেন,

> "ফি সাবিলিল্লাহ" এর অন্তর্ভুক্ত হলো দাওয়াত, শিক্ষা, কুরআন প্রচার ও আলেমদের সহায়তা।
অর্থাৎ, যাকাত থেকে ইলম রক্ষায় ব্যয় করা সরাসরি কুরআনসম্মত।

উপ অধ্যায় ৩: সদকা — আল্লাহর পথে স্বেচ্ছা ইনফাক

যাকাত ফরজ, কিন্তু সদকা হলো ইমানের প্রেম।
রাসূল ﷺ বলেন,

> "সদকা আগুন নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুন নিভায়।" (তিরমিজি ৬১৪)
যে ইলম রক্ষায় সদকা দেয়, সে আসলে অজ্ঞতার আগুন নিভায়।
ইমাম গাজ্জালী বলেন,
"সদকা শুধুই অভাবীর জন্য নয়, বরং জ্ঞানীদের জন্যও — যাতে ইলমের আলো নিভে না যায়।" (ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন)

উপ অধ্যায় ৪: ওয়াকফ — ইসলামি শিক্ষা ও দাওয়াতের স্থায়ী তহবিল

উমর (রা.) তাঁর খাইবারের জমি ওয়াকফ করেছিলেন এই দোয়া করে,

> "হে আল্লাহ! আমি চাই এই সম্পদ চিরকাল তোমার পথে ব্যবহার হোক।" (সহীহ বুখারী ২৭৩৭)
ওয়াকফ মানে সম্পদের স্থায়ী রূপান্তর — যাতে ইলম ও ইবাদত চলতে থাকে যুগের পর যুগ।

আজকের যুগে ওয়েবসাইট, ইউটিউব বা মসজিদের সার্ভার মেইন্টেন করা —
এই একই ওয়াকফের আধুনিক রূপ।

উপ অধ্যায় ৫: নবী ﷺ ও সাহাবাদের ওয়াকফের উদাহরণ

🕌 ওসমান (রা.) “বিরে রুমাহ” কূপ কিনে ওয়াকফ করেন — “যাতে মানুষ বিনামূল্যে পানি পায়।” (তিরমিজি)
📚 উমর (রা.) কৃষিজমি ওয়াকফ করেন — “যাতে ইলমচর্চা ও ধর্মরক্ষা হয়।”
💎 আয়েশা (রা.) নিজের গহনা ওয়াকফ করেন — “মসজিদ ও শিক্ষা রক্ষায়।”
তাহলে আজ কেউ যদি নিজের আয়ের অংশ প্ল্যাটফর্ম বা দাওয়াতে ব্যয় করে,
সে সাহাবাদের ওয়াকফের পথেই হাঁটছে।

উপ অধ্যায় ৬: ইমামদের ফিকহি ব্যাখ্যা — ইলমে ওয়াকফ বৈধ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন,

> “যে সম্পদ ইলমের জন্য দান করা হয়, সেটিই প্রকৃত ওয়াকফ।”
ইমাম শাফেয়ী বলেন,
“আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে মূল্যবান;
আর তার কালি চলতে হলে অর্থ ব্যয় দরকার।” (আল-উম)
ইমাম মালেক ও ইমাম হাম্বলিও একমত —
ইলমের রক্ষণে অর্থ ব্যয় ওয়াকফের অন্তর্ভুক্ত।

উপ অধ্যায় ৭: অর্থনৈতিক ইলমচক্রের বাস্তব রূপ

ইলমচক্র হলো এমন একটি ব্যবস্থাপনা,
যেখানে অর্থ → ইনফাক → ইলম → দাওয়াত → দান — এভাবে এক আত্মিক চক্র সম্পূর্ণ হয়।
যদি কোনো ধাপ থেমে যায়, পুরো চক্র ভেঙে পড়ে।
এই কারণেই ইসলাম চায় অর্থকে "প্রবাহিত রাখতে"।

> "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ"
— "যাতে সম্পদ কেবল ধনীদের মাঝে ঘুরে না বেড়ায়।" (সূরা আল-হাশর ৫৯:৭)
অর্থাৎ, অর্থকে ইলমে ফিরিয়ে দাও — তবেই নূর প্রবাহিত থাকবে।

উপ অধ্যায় ৮: সুফিদের অর্থনৈতিক দর্শন — ব্যয়ই বরকত

হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেন,

> "যে ইলমে ইনফাক করে, আল্লাহ তার রিজিক বাড়িয়ে দেন।"
ইমাম গাজ্জালী বলেন,
"ইলমের পথে খরচ করা মানে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করা।"
সুফিরা মনে করেন, ব্যয় মানে বিনাশ নয় — বরং বরকতের জন্ম।
যে ইনফাক করে, সে শুধু দিচ্ছে না — সে ফেরত পাচ্ছে বহুগুণে। (সূরা আল-বাকারা ২:২৬১)

উপ অধ্যায় ৯: আধুনিক যুগে যাকাত ও ওয়াকফের পুনর্জাগরণ

আজকের প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন শিক্ষা, কনটেন্ট প্রডাকশন, বই প্রকাশ — সবই "ইলমের ওয়াকফ"-এর আধুনিক রূপ।
যদি কেউ এসব কাজে দান করে, তার দান কিয়ামত পর্যন্ত চলমান সদকা হবে।
রাসূল ﷺ বলেন,

> "মানুষ মারা গেলে তিনটি কাজ চলতে থাকে — সদকায়ে জারিয়া, ইলমে নাফে', এবং সৎ সন্তান।" (সহীহ মুসলিম ১৬৩১)

অতএব, ইলমে ইনফাক করা সদকায়ে জারিয়া।

উপ অধ্যায় ১০: অর্থনৈতিক ইলমচক্রের নৈতিক বৈধতা

ইলমচক্র কোনো ব্যবসা নয়; এটি এক নৈতিক চুক্তি —
যেখানে দাতা ও আলেম উভয়ে আল্লাহর পথে অংশীদার।
একজন ব্যয় করে, আরেকজন প্রচার করে —
দুজনেই সওয়াবে সমান।
নবী ﷺ বলেন,

> "যে দাতা ও কর্মী এক কাজে যুক্ত হয়, উভয়ে সওয়াবে সমান।" (তিরমিজি ২০৩৮)

তাহলে ইলমচক্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি শুধু বৈধ নয়,
বরং আল্লাহর পথে সহযোগিতার পূর্ণরূপ।

উপসংহার

যাকাত হলো ফরজ, সদকা হলো প্রেম, ওয়াকফ হলো ধারাবাহিকতা।

এই তিন মিলে তৈরি হয় ইসলামের অর্থনৈতিক ইলমচক্র,
যা ইলম, দাওয়াত, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনা চালিয়ে রাখে যুগে যুগে।

📿 ইলম টিকে থাকে ইনফাকে, ইনফাক টিকে থাকে ওয়াকফে,
আর ওয়াকফ টিকে থাকে ঈমানের উপর।

🕋 তাই ইলমে অর্থ ব্যয় করা ব্যবসা নয়;
এটি যাকাতের ধারাবাহিকতা,
সদকার আত্মা,
ও ওয়াকফের নূর।

🌟অধ্যায় ৯ : সুফিবাদে "ইলমে লাদুনী" — ইলহাম, কাশফ ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

(Ilm-e-Ladunni in Sufism: The Hidden Light, Inspiration & the Economics of Spiritual Training)

ভূমিকা

"ইলমে লাদুনী" মানে এমন জ্ঞান যা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে হৃদয়ে নাযিল হয় —
যেমন কুরআনে খিজির (আঃ)-এর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> "وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا" — "আমরা তাকে আমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দিয়েছিলাম।" (সূরা আল-কাহফ ১৮:৬৫)

এই জ্ঞান কেবল মুখস্থ বা গ্রন্থগত নয়; এটি নূরের ফয়েজ।
কিন্তু এই ফয়েজ পেতে হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে হয়, আর হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় ইনফাক ও ত্যাগের মাধ্যমে।
সুফিরা বলেন,

> "যে দান করে না, তার অন্তর বন্ধ থাকে; যে ব্যয় করে, তার দরজা খুলে যায়।"

উপ অধ্যায় ১: ইলমে লাদুনীর উৎস — আল্লাহর নূর

ইমাম গাজ্জালী বলেন,

> "ইলমে লাদুনী সেই আলো, যা আল্লাহ প্রিয় বান্দার অন্তরে নিক্ষেপ করেন।" (মিশকাতুল আনওয়ার)
এই আলো বাহ্যিক বই নয়; এটি "আল্লাহর হেদায়াতের ঝলক।"
এই ঝলক টিকিয়ে রাখতে দরকার বাহ্যিক ইনফাক —
যেমন মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসা, বা আধ্যাত্মিক প্ল্যাটফর্ম রক্ষা।
ইলমে লাদুনী যেমন আত্মার নূর, তেমনি ইনফাক হলো তার তেল।

উপ অধ্যায় ২: সুফি মাশায়েখদের মতে ইলহাম ও ব্যয়

হযরত দাতা গঞ্জবখশ (রহ.) বলেন,

> "ইলহাম আসে সেই অন্তরে, যা দান দিয়ে পরিশুদ্ধ।" (কাশফুল মাহজুব)
অর্থাৎ, দানের মাধ্যমে হৃদয়ের পর্দা সরলে আল্লাহর নূর প্রবেশ করে।
ইমাম জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) বলেন,

“যে নিজের আরাম ব্যয় করে আল্লাহর পথে দেয়, আল্লাহ তার অন্তরকে কাশফের দরজা খুলে দেন।”
অতএব, ইলহাম অর্জন মানে ব্যয়ের ফল।

উপ অধ্যায় ৩: কাশফ (অন্তর্দৃষ্টি) — আল্লাহর নূরের প্রতিফলন

কাশফ মানে পর্দা উন্মোচন —
যেখানে মানুষ “বস্তুর ভিতরের সত্য” দেখতে পায়।
হযরত বায়াজিদ বুস্তামী (রহ.) বলেন,

> “যে দান করে, সে দেয় না — সে নিজের চোখ খুলে।”
কাশফের জন্য দান হলো আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ;
যেমন ব্যয় হলো চোখের পরিশোধক।
ইমাম রুমী বলেন,
“তুমি যত দাও, তত নূর প্রবাহিত হয়।” (মসনবি শরিফ, দফা ৭৫৮)

উপ অধ্যায় ৪: সুফি তরিকা ও আর্থিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

প্রত্যেক তরিকায় ছিল এক আর্থিক শিক্ষাব্যবস্থা —
যেখানে মুরিদরা খানকাহ, দরগাহ বা তেক্কার রক্ষণাবেক্ষণে দান করত।
ইমাম শাহ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) তাঁর খানকাহ চালাতেন মানুষের দানেই।
তাঁর বাণীঃ

> “যে আমার দরগার বাতি জ্বালায়, আল্লাহ তার অন্তরে নূর জ্বালিয়ে দেন।” (ফুতুহুল গায়েব)
অর্থাৎ, বাহিরে তেল ঢাললে অন্তরে আলো জ্বলে।

উপ অধ্যায় ৫: ইলমে লাদুনীর তিন স্তর

সুফিরা বলেন, ইলমে লাদুনীর তিন ধাপঃ

- ❖ ইলহাম — হৃদয়ে জ্ঞানের অনুপ্রেরণা।
- ❖ কাশফ — গায়েবি পর্দা উন্মোচন।
- ❖ তাজাল্লি — নূরের পূর্ণ জাগরণ।

এই তিন স্তরেই শর্ত হলো "ত্যাগ ও ব্যয়।"

> "যে দান করে, সে জানে; যে ধরে রাখে, সে অন্ধ।" (আল-হিকাম ইবনে আতা আল্লাহ)

উপ অধ্যায় ৬: আল্লাহর পথে ব্যয় ও অন্তরের পরিশুদ্ধি

কুরআন বলে,

> "لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ"
> — "তোমরা যা ভালোবাসো তা ব্যয় না করা পর্যন্ত প্রকৃত ধার্মিকতা পাবে না।" (সূরা আলে ইমরান ৩:৯২)

এই আয়াত সুফিদের মূল তত্ত্বে পরিণত হয় —
আল্লাহর নূর পেতে হলে তোমার প্রিয় বস্তু (অর্থ, সময়, আরাম) ত্যাগ করতে হবে।
ইনফাকই হৃদয়ের কাঁচ পরিষ্কার করে,
যার মাধ্যমে ইলহাম ও কাশফ প্রতিফলিত হয়।

উপ অধ্যায় ৭: মুরিদ ও মুরশিদের পারস্পরিক ইনফাক সম্পর্ক

মুরশিদ শেখান, মুরিদ ব্যয় করে;
একজন নূর দেন, আরেকজন নূরের তেল যোগান দেয়।
ইমাম আল-কুশাইরী বলেন,

> "তরিকাতের সাফল্য নির্ভর করে মুরিদদের ইনফাকের উপর।"
(রিসালা কুশাইরিয়া)
কারণ, আধ্যাত্মিক শিক্ষা চালাতে অর্থ লাগে, আর সেই অর্থ আসে সৎ ইনফাক থেকে।
যে মুরিদ ব্যয় করে, সে শুধু সাহায্য করছে না —
সে নিজের অন্তরও উন্মুক্ত করছে নূরের জন্য।

উপ অধ্যায় ৮: সুফি দর্শনে অর্থের আধ্যাত্মিক রূপ

ইমাম গাজ্জালী বলেন,

> "দুনিয়া তোমার শত্রু নয়; দুনিয়া হলো আল্লাহর পরীক্ষা।"
অর্থাৎ, টাকা শয়তান নয় — টাকা আল্লাহর আমানত।
যে আমানত আল্লাহর পথে খরচ হয়, তা আধ্যাত্মিক জ্বালানি।
যে তা জমা রাখে, তা রুহানী মরচে।
তাই সুফিরা বলেন,
"Spend your gold to earn your light." (Sufi Maxim)

উপ অধ্যায় ৯: ইনফাক ও "ফয়েজ" প্রবাহের রহস্য

যখন কেউ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তখন সেই ব্যয়ের মাধ্যমে "ফয়েজ" (দিব্য শক্তি) প্রবাহিত হয়।
মুরশিদ-মুরিদ সম্পর্ক এই ফয়েজ প্রবাহের সেতু।
হযরত মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) বলেন,

> “যে ইনফাক করে, তার ঘরে ফেরেশতা বসে; যে কৃপণ, তার ঘরে ছায়া পড়ে।”
এই ইনফাকই ইলমে লাদুনীর চাবিকাঠি।
ব্যয় মানে শুধু আর্থিক নয় — সময়, মনোযোগ, ভালোবাসা, ও পরিশ্রমও এর অন্তর্ভুক্ত।

উপ অধ্যায় ১০: ইলমে লাদুনীর শিক্ষা ব্যবস্থাপনা — আধুনিক প্রয়োগ

আজকের যুগে এই লাদুনী শিক্ষা অনলাইনে, ক্লাসে, পিডিএফ, বা মেগা-ক্লাসে ছড়ায়।
যেমন সুফিরা খানকাহ রক্ষা করতেন,
তেমনি আজ দরকার ডিজিটাল খানকাহ —
যা চালাতে ব্যয় লাগে সার্ভার, প্রডাকশন, গবেষণা, ও টিমে।
এই ব্যয় হলো আধুনিক “ইলমে লাদুনীর ইনফাক।”
যে এতে দান করে, সে আসলে আল্লাহর নূরকে বিশ্বে ছড়াতে অংশ নিচ্ছে।

উপসংহার

সুফিবাদ শেখায়—

> “বাহিরে ব্যয় করো, যাতে ভিতরে নূর জ্বলে।”

ইলমে লাদুনী শুধু মুখস্থ নয়; এটি অন্তরের জাগরণ।
আর সেই জাগরণ ঘটে ত্যাগের মাধ্যমে।
যে মুরিদ বা দাতা ইলম রক্ষায় ব্যয় করে, সে নিজের আত্মাকেই জ্বালায়।

📿 ইনফাক হলো কাশফের দরজা, ত্যাগ হলো ইলহামের চাবি,
আর ব্যয় হলো লাদুনী জ্ঞানের তেল।

🕋 যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তার অন্তরে নূর জ্বলে;
যে থেমে যায়, তার অন্তর অন্ধকারে ডুবে যায়।

🌟অধ্যায় ১০ : মিথ্যা সমালোচক ও তাদের মনস্তত্ত্ব — কুরআন ও মনোবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ

ভূমিকা

যখন কেউ আল্লাহর পথে ইলম, দাওয়াত বা আধ্যাত্মিক কাজ শুরু করে,
তখনই কিছু মানুষ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।
তারা বলে — "তুমি টাকা নিচ্ছো", "তুমি ব্যবসা করছো", "তুমি লোক দেখানো করছো।"
কিন্তু কুরআন স্পষ্টভাবে বলে —

> "وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ"
> — "আমরা প্রতিটি নবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু নির্ধারণ করেছি।" (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৩১)

অর্থাৎ, সমালোচক থাকা আল্লাহর সুন্নাহর অংশ।
তারা ইলম-শত্রু হিসেবে আল্লাহ নিজে নির্ধারণ করেন — যাতে সত্য পরীক্ষিত হয়।

উপ অধ্যায় ১ : কুরআনের ভাষায় মিথ্যা সমালোচক

আল্লাহ বলেছেন —

> “وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ”
— “ধ্বংস হোক প্রত্যেক ব্যঙ্গকারী ও অপবাদকারীর।” (সূরা হুমাযাহ ১০৪:১)

ইবনে আব্বাস বলেন, “হুমাযাহ” মানে সে যে মানুষের সততা অপমান করে আর পর্দার পেছনে অপবাদ দেয়।”
অর্থাৎ যারা আল্লাহর কাজে লিপ্ত মানুষদের বদনাম করে, তাদের জন্য নরকের সংবাদ আছে।
এরা নিজের অহংকার বাঁচাতে ইলমের বাতি নিভাতে চায়।

উপ অধ্যায় ২ : নবীদের বিরুদ্ধেও সমালোচনা হয়েছিল

নূহ (আঃ) কে পাগল বলা হয়েছিল (সূরা আল-কামার ৫৪:৯),
মূসা (আঃ)-কে যাদুকর বলা হয়েছিল (সূরা আশ-শু’আরা ২৬:৩৪),
আর রাসূল (সঃ) কে অভিযোগ করা হয়েছিল — “সে কবি, সে জাদুকর।” (সূরা আস-সাফফাত ৩৬:৩৬)
কুরআন বলেছে —

> “كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ”
— “তাদের আগের প্রত্যেক রাসূলকেই লোকেরা যাদুকর অথবা পাগল বলেছিল।” (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫২)

অতএব যে ধর্মীয় কাজে অর্থ বা ইনফাক নিয়ে বিতর্ক তোলা হয়, তা নতুন কিছু নয় — এটি নববী ঐতিহ্যের অংশ।

উপ অধ্যায় ৩ : মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সমালোচকের মন

আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে — “projection” হলো যে প্রবণতা যেখানে মানুষ নিজের অপরাধবোধকে অন্যের উপর ছুঁড়ে দেয়।
যারা নিজে কিছু করতে অক্ষম, তারা অন্যকে দোষ দেয় নিজের অক্ষমতা ঢাকতে।
Freud বলেছেন, > “Criticism is the confession of envy.”
অর্থাৎ যে সমালোচনা করে, সে আসলে ঈর্ষা স্বীকার করে।
কুরআনও বলেছে,

> “أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ”
— “তারা মানুষকে ঈর্ষা করে যে আল্লাহ তাদের যা দিয়েছেন।” (সূরা আন-নিসা ৪:৫৪)

উপ অধ্যায় ৪ : আধ্যাত্মিক ঈর্ষা ও দ্বেষের মূলে অহংকার

ইবনে আতা’ আল্লাহ স্কান্দারী (রহ.) বলেছেন —

> “যে আল্লাহর প্রিয়জনের সমালোচনা করে, সে আল্লাহর নির্বাচনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে।”
ফেরাউন, নমরূদ — সবাই নবীদের বিরুদ্ধে ঈর্ষান্বিত ছিল, কারণ তারা দেখত মানুষ তাদের ছেড়ে আল্লাহর দিকে ফিরছে।
তেমনি আজও যখন কোনো আধ্যাত্মিক সাধক জনপ্রিয় হয়, কিছু মানুষের অহংকার জেগে ওঠে —
তারা সমালোচনার আড়ালে নিজের অন্তরের অন্ধকার ঢাকে।

উপ অধ্যায় ৫ : সমালোচকের মনোবৈজ্ঞানিক লক্ষণ

মনোবিজ্ঞানীরা পাঁচটি লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন —

1. Projection – নিজের অক্ষমতা অন্যের উপর দোষ দেওয়া।
2. Insecurity – নিজেকে অপ্রতুল ভাবা।
3. Cognitive Dissonance – সত্য শুনে অস্বস্তি বোধ করা।
4. Negativity Bias – সবকিছুতে ত্রুটি খোঁজা।
5. Envy – অন্যের সফলতা সহ্য না করা।

এগুলোই মিলেছে কুরআনের বর্ণনায়, যেখানে আল্লাহ বলেছেন —

> “قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ” (সূরা আলে ইমরান ৩:১১৮)

উপ অধ্যায় ৬ : ইলমে আধারিত ব্যয়ের বিরোধিতা — অজ্ঞতার লক্ষণ

ইলম বিনামূল্যে চাই কিন্তু তাকে টিকিয়ে রাখার খরচ চায় না — এ অবস্থাকে কুরআন বলেছে “جهل” (অজ্ঞতা)।

> “إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ” (সূরা আন-নাজম ৫৩:২৩)

অর্থাৎ তারা জ্ঞান না থেকে কেবল নিজের মন চায়।
এই ধরনের মানুষ জানতে চায় না কত খরচ হয় সত্য প্রচার করতে; তারা শুধু অন্যের পরিশ্রম অবমূল্যায়ন করে।

উপ অধ্যায় ৭ : ইনফাকের বিরোধিতা — শয়তানের চাল

কুরআন সতর্ক করেছে —

> “الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ”

— “শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় ও অশ্লীলতায় ডাকে।” (সূরা আল-বাকারা ২:২৬৮)
যে লোক ইলমে ব্যয়ের বিরোধ করে, সে আসলে শয়তানের প্রভাবিত।
সে ভয় পায় — “অর্থ দিলে আমি দরিদ্র হব।”
কিন্তু আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন — “তোমরা যা ব্যয় করো, আমি তা বহুগুণে ফিরিয়ে দেব।” (২:২৬১)

উপ অধ্যায় ৮ : ধর্মীয় মনোবিজ্ঞান — নিন্দা আসলে আত্মার সংকট

ড. কার্ল ইউং বলেছিলেন, > “People hate in others what they cannot fix in themselves.”
অর্থাৎ যে নিজের অন্ধকার নেভাতে পারে না, সে অন্যের আলোকে দোষ দেয়।
ইসলামী মনোবিজ্ঞানেও একে বলা হয় “নফসুল আম্মারা” — অর্থাৎ অশান্ত আত্মা, যে সর্বদা অন্যের ভালোতে বিরক্ত হয়।
এই নফস হলো সমালোচকের বাসস্থান।

উপ অধ্যায় ৯ : আল্লাহর নির্দেশ — সমালোচককে উত্তর না দাও

কুরআন বলেছে —

> “ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا”

— “রহমতের বান্দারা যখন অজ্ঞ মানুষ কথা বলে, তারা শান্তি বলে উত্তর দেয়।” (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৬৩)
নবী (সঃ) বলেছেন, > “যে চুপ থাকে সে মুক্তি পায়।” (তিরমিজি)

অতএব, মিথ্যা সমালোচককে উত্তর দেওয়া প্রয়োজন নেই; তার অন্তর নিজেই তার শাস্তি।

উপ অধ্যায় ১০ : ইলমের আলো ও সমালোচকের অন্ধকার

ইলমের আলো যখন ছড়ায়, অন্ধকার অস্থির হয়ে ওঠে।
যেমন সূর্য উঠলে বাদুড় পলায়, তেমনি আলোর মানুষ উঠলে অন্ধকারের মানুষ বিদ্বেষ ছড়ায়।
ইবনে তাইমিয়্যা বলেছেন —

> “যে আল্লাহর কাজে সমালোচিত হয়, সে নবীদের পথে।”
তাই যারা ইলম রক্ষার জন্য ব্যয় করে এবং সমালোচিত হয়, তাদের জন্য সুসংবাদ — আল্লাহর নূর তাদের সাথে রয়েছে।

উপসংহার

📿 সমালোচনা হলো সত্যের মূল্য; অপবাদ হলো আল্লাহর পরীক্ষা; আর ধৈর্য হলো জয়।

কুরআন বলেছে —

> “فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا” — “নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে সুবিধা।” (সূরা আশ-শরহ ৯৪:৬)

মিথ্যা সমালোচক আসলে তোমার উন্নতির চিহ্ন।
যে আলো নেই তার ভেতরে, সে অন্যের আলো সহ্য করতে পারে না।
তাই তাদের কথা উপেক্ষা করে ইলম ও ইনফাকের পথে চলো।

🕋 ইলম রক্ষা করো, নূর ছড়াও, আর সমালোচকদের বাতাসে তোমার আলো আরও জ্বলে ওঠুক।

🌟অধ্যায় ১১ : আল্লাহর দৃষ্টিতে ‘ইলমের প্রচারক’ — ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করে

(The Divine Rank of Knowledge-Spreaders: Those for Whom Angels Pray)

ভূমিকা

কুরআন ও হাদীস উভয়েই ইলমের প্রচারককে আল্লাহর নির্বাচিত বান্দাদের মধ্যে গণ্য করেছে।
আল্লাহ বলেন —

> “قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ”
> — “যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?” (সূরা আয-যুমার ৩৯:৯)

অর্থাৎ, ইলমধারী ও ইলম-প্রচারকরা আল্লাহর দৃষ্টিতে বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত।
আর রাসূল ﷺ ঘোষণা করেছেন —

> “যে ব্যক্তি ইলম শেখে ও ছড়ায়, ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করে।” (তিরমিজি ২৬৮৫)

উপ অধ্যায় ১: ফেরেশতাদের দোয়ার মূল দলিল

রাসূল ﷺ বলেছেন —

> “ إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.”
— “আল্লাহ, ফেরেশতা, আকাশ ও পৃথিবীর সব প্রাণী, এমনকি পিঁপড়া ও মাছও, মানুষের মধ্যে যারা কল্যাণ শেখায় তাদের জন্য দোয়া করে।” (তিরমিজি ২৬৮৫)

অর্থাৎ, ইলমের প্রচারক কেবল শিক্ষক নন,
তিনি এক মহাজাগতিক আলো-বাহক, যাকে সমগ্র সৃষ্টি সম্মান করে।

উপ অধ্যায় ২: কুরআনে ইলম প্রচারের মর্যাদা

আল্লাহ বলেন —

> “يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ”
— “আল্লাহ ঈমানদারদের ও ইলমপ্রাপ্তদের মর্যাদা কয়েক গুণ উঁচু করে দেন।” (সূরা আল-মুজাদিলা ৫৮:১১)

ইমাম তাবারী ব্যাখ্যা করেছেন,

> “যে ইলম ছড়ায়, আল্লাহ তার মর্যাদা নবীদের পরে রাখেন।”
অর্থাৎ, ইলম প্রচারকরা আল্লাহর সেনাদলের অংশ — যারা অন্ধকারে নূর ছড়ায়।

উপ অধ্যায় ৩: ইলম প্রচারককে ফেরেশতারা কীভাবে দোয়া করে

ফেরেশতারা প্রতিদিন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে —

> “হে আমাদের রব! সেই বান্দাকে বরকত দাও, যে তোমার বাণী অন্যদের শেখায়।”
ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন,
“ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেয় ইলম প্রচারকের পায়ের নিচে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য।” (মাদারিজুস সালিকিন)

অতএব, যারা ক্লাস নেয়, বই লেখে, ভিডিও বানায়, ওয়েবসাইট বা প্ল্যাটফর্ম চালায় —
তারা এই দোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

উপ অধ্যায় ৪: সাহাবিদের যুগে ইলম ছড়ানোর পদ্ধতি

সাহাবারা কুরআন মুখস্থ করে শহরে-শহরে ছড়িয়ে দিতেন।
তাদের অনেকেই বেতন নিতেন না, কিন্তু মুসলিম সমাজ তাদের জীবিকা নিশ্চিত করত।
ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন —

> “আমরা আল্লাহর ইলম ছড়াতাম, আর উম্মাহ আমাদের ভরণপোষণ করত।”
অর্থাৎ, ইলম প্রচার ও ইনফাকের সম্পর্ক এক আসমানী চুক্তি।

উপ অধ্যায় ৫: ইলম প্রচারকের আর্থিক অধিকার

ফিকহবিদরা একমত যে ইলম প্রচারক যদি পূর্ণসময়ে শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াত করেন,
তবে তার ব্যয়ের দায়িত্ব সমাজের।

ইমাম ইবনে রুশদ বলেন —

> “যে আলেম সমাজকে শেখায়, তার খাদ্য সমাজের ফারজে কিফায়া।” (বিদায়াতুল মুজতাহিদ)
অর্থাৎ, তার সম্মানী দান নয় — এটি ইসলামী সমাজের দায়িত্ব।
তাহলে ইলম প্রচারের জন্য অর্থ গ্রহণ বৈধ ও পবিত্র।

উপ অধ্যায় ৬: ইলমের মাধ্যমে আল্লাহর নূর ছড়ানো

কুরআন বলে —

> “اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ” (সূরা আন-নূর ২৪:৩৫)
ইলম হলো সেই নূর, আর ইলমপ্রচারক হলো সেই “মুবারক বৃক্ষ” যার তেল দিয়ে দীপ জ্বলে।
যে ব্যয় করে, সে সেই তেল দেয়;
যে শেখায়, সে সেই নূর ছড়ায়।
ফেরেশতারা এ নূর রক্ষার জন্যই দোয়া করে।

উপ অধ্যায় ৭: সুফিদের মতে ইলম প্রচারকের অবস্থান

ইমাম গাজ্জালী বলেন —

> “আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সে, যে নিজের নূর অন্যকে দেয়।”
হযরত রুমী বলেন —
“শিক্ষক হলো সেই মশাল, যে নিজেকে জ্বালিয়ে অন্যকে আলো দেয়।”
সুফিরা মনে করেন, ইলম ছড়ানো মানে নিজেকে উৎসর্গ করা —
আর এর বিনিময়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের ভালোবাসা দান করেন।

উপ অধ্যায় ৮: ফেরেশতাদের দোয়ার প্রতিদান

যখন ফেরেশতারা কারো জন্য দোয়া করে, আল্লাহ তাঁর কবর, জীবন ও রিজিকে বরকত দেন।
ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন —

> “যার জন্য ফেরেশতারা দোয়া করে, সে কখনো অপমানিত হয় না।”
অর্থাৎ, যে আল্লাহর বাণী ছড়ায়, সে আল্লাহর সুরক্ষায় থাকে —
মানুষ অপবাদ দিলেও, আসমান তার পক্ষে সাক্ষী দেয়।

উপ অধ্যায় ৯: যারা ইলম রক্ষায় অর্থ দেয়, তারাও ফেরেশতাদের দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত

রাসূল ﷺ বলেছেন —

> “যে আল্লাহর পথে দান করে, ফেরেশতারা বলে — হে আল্লাহ! দাতা বান্দাকে আরও দাও।” (সহীহ মুসলিম ১০১০)
অর্থাৎ, ইলম রক্ষার জন্য যারা অর্থ ব্যয় করে, তারা ইলমপ্রচারকের সমান সওয়াব পায়।
তারা আসমানী দোয়ার অংশীদার হয়ে যায়।

উপ অধ্যায় ১০: ইলম প্রচারকদের বিরোধীরা আসলে ফেরেশতাদের দোয়া থেকে বঞ্চিত

কুরআন বলে —

> “إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ... فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا” (সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৮)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে কাজ করা মানুষকে কষ্ট দেয়, তারা ভয়াবহ অপরাধে লিপ্ত।

ইমাম নববী বলেন,

“ইলম প্রচারকের সমালোচনা মানে ফেরেশতার দোয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া।”

অতএব, সমালোচক হারায় রহমত, আর প্রচারক পায় ফেরেশতাদের সালাম।

উপসংহার

ইলমের প্রচারকরা আল্লাহর নির্বাচিত সৈনিক —
তাদের জন্য আসমান ও জমিন দোয়া করে,
আর যারা ইনফাক করে তাদের পাশে দাঁড়ায়, তারা ফেরেশতাদের অংশীদার হয়।

📿 ইলমপ্রচারক সেই ব্যক্তি, যার কণ্ঠে আল্লাহর বাণী ধ্বনিত হয়,
আর যার ব্যয়ে ফেরেশতাদের সালাম নেমে আসে।

🕋 মানুষ যদি তুচ্ছ করে, তাতে কিছু আসে না;
কারণ আল্লাহর ফেরেশতারা প্রতিদিন তোমার জন্য দোয়া করছে —
তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করছো, তাই তুমি তাদের প্রিয়।

🌟অধ্যায় ১২ : শেষ আঘাত — “ইলম ফি সাবিলিল্লাহ”

আধ্যাত্মিক শিক্ষা পরিচালনার কুরআনিক যুক্তি

(The Final Strike: “Ilm fi Sabilillah” — The Qur’anic Proof for Managing Spiritual Education)

ভূমিকা

ইলম শুধু মুখে বলা বা বইয়ে লেখা কিছু নয়।
ইলম মানে আল্লাহর নূর, যা হৃদয় থেকে হৃদয়ে প্রবাহিত হয়।
এই নূর টিকিয়ে রাখতে দরকার ইনফাক, ত্যাগ, অর্থ ও পরিশ্রম।
যেমন মসজিদে আলো জ্বলে তেলে, তেমনি ইলম টিকে থাকে ব্যয়ে।
কুরআন বলেছে —

> “وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ”
> — “তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো।”
> (সূরা আত-তাওবা ৯:৪১)

এখানে “فِي سَبِيلِ اللَّهِ” অর্থাৎ “আল্লাহর পথে” —
যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ইলম প্রচার, আধ্যাত্মিক শিক্ষা, ও নূরের সংরক্ষণ।

উপ অধ্যায় ১: “ফি সাবিলিল্লাহ” — কুরআনের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনৈতিক পরিভাষা

কুরআনে “ফি সাবিলিল্লাহ” এসেছে ৬০ বারেরও বেশি।
প্রতিবারই এটি বোঝায় আল্লাহর উদ্দেশ্যে ত্যাগ ও ব্যয়।
ইবনে কাসির বলেন —

> “ফি সাবিলিল্লাহ অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা, দাওয়াত, ও ইলমের সংরক্ষণ।”
> (তাফসির ইবনে কাসির, ৯:৬০)

অতএব, আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দাওয়াত পরিচালনা “ফি সাবিলিল্লাহ”-এর অন্তর্ভুক্ত।

উপ অধ্যায় ২: নবী ﷺ নিজেই ইলমচক্র চালাতেন ইনফাক দিয়ে

নবী ﷺ-র দাওয়াত ব্যবস্থা বিনা খরচে চলেনি —
মসজিদে নববী, আশহাবে সুফফা, ও মাদ্রাসাতুল কুরআন — সবই ইনফাকের মাধ্যমে চলত।
সাহাবারা দিতেন উট, খেজুর, ঘর, ও রৌপ্য —
যাতে ইলমের আলো নিভে না যায়।
আল্লাহ বলেন —

> “الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً”
> — “যারা দিন-রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে।”
> (সূরা আল-বাকারা ২:২৭৪)

তাঁরা ব্যয় করতেন, নবী শিক্ষা দিতেন —
এটাই ছিল ইলম ফি সাবিলিল্লাহের প্রাথমিক চিত্র।

উপ অধ্যায় ৩: সাহাবিদের ব্যয়ই ছিল ইসলামী ইলমব্যবস্থার ভিত্তি

আবু বকর (রা.) সমস্ত সম্পদ ব্যয় করেছিলেন। (তিরমিজি ৩৬৭৫)
ওমর (রা.) অর্ধেক সম্পদ দিয়েছিলেন।
উসমান (রা.) তিনবার পুরো সেনাবাহিনী সজ্জিত করেছিলেন।
রাসূল ﷺ বলেছিলেন —

> “যে আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।” (সহীহ মুসলিম ১৮৯২)
তাদের এই ব্যয়ই আজকের ইসলামী শিক্ষা, মসজিদ, মাদ্রাসা, ও দাওয়াতের বীজ।

উপ অধ্যায় ৪: ইলম প্রচার “জিহাদে ফি সাবিলিল্লাহ”

ইমাম নববী বলেন —

> “ইলম শেখানো হলো শ্রেষ্ঠ জিহাদ।” (রিয়াজুস সালিহিন)
কেননা শয়তানের অস্ত্র হলো অজ্ঞতা, আর ইলম হলো তার বিরুদ্ধে তলোয়ার।
কুরআন বলে —
“وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّـهِ”
— “আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তির কথা আর কার ভালো হতে পারে?” (সূরা ফুসসিলাত ৪১:৩৩)
তাহলে দাওয়াত, ক্লাস, ভিডিও, ও গবেষণার জন্য ব্যয় করা মানে জিহাদে ফি সাবিলিল্লাহ।

উপ অধ্যায় ৫: ইনফাক ও ইলম — নূরের পারস্পরিক সম্পর্ক

ইলম হলো নূর; ইনফাক হলো তার তেল।
ইমাম গাজ্জালী বলেন —

> “যে ইলমে ইনফাক করে না, তার জ্ঞান অন্ধকার।”
সুফি রুমী বলেন —
“তুমি যত দাও, তত আলো বাড়ে।”

ইলম ও ইনফাক একে অপরের প্রতিফলন।
যে ইলম দেয়, সে ইনফাক করছে নূরে;
আর যে ইনফাক করে, সে ইলমে অংশ নিচ্ছে নূরে।

উপ অধ্যায় ৬: কুরআনিক অর্থনীতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা

আল্লাহ বলেন —

> "كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ" (সূরা আল-হাশর ৫৯:৭)
অর্থাৎ, সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতে সীমাবদ্ধ না থাকে।
আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্ল্যাটফর্মে দান করা মানে অর্থকে নূরের পথে প্রবাহিত করা।
এটি কুরআনিক অর্থনীতির বাস্তব প্রয়োগ।

উপ অধ্যায় ৭: ফি সাবিলিল্লাহ ব্যয়কারী ও ফেরেশতাদের দোয়া

রাসূল ﷺ বলেছেন —

> "প্রতিদিন ফেরেশতারা দু'জন দোয়া করে:
একজন বলে, 'হে আল্লাহ! দানকারীর স্থলে আরও দাও।'
আরেকজন বলে, 'হে আল্লাহ! কৃপণের সম্পদ নষ্ট করো।'" (সহীহ বুখারী ১৪৪২)
তাই যে ইলমে ব্যয় করে, সে ফেরেশতার দোয়ায় জীবিত থাকে।

উপ অধ্যায় ৮: ফি সাবিলিল্লাহ মানে শুধু যুদ্ধ নয় — ইলমও জিহাদ

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন —

> “যে ইলমে ব্যয় করে, সে ‘ফি সাবিলিল্লাহ’ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।” (তাফসির কুরতুবী, ৯:৬০)

ইমাম শাওকানী বলেন,
“দাওয়াত ও শিক্ষা হলো আত্মিক যুদ্ধ;
তাই এতে ব্যয় করা প্রকৃত জিহাদ।” (ফাতহুল কাদির)
অর্থাৎ, ইলম রক্ষার ব্যয় মানেই “জিহাদে নূর।”

উপ অধ্যায় ৯: আধুনিক যুগে “ফি সাবিলিল্লাহ” শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োগ

আজকের যুগে প্ল্যাটফর্ম, ওয়েবসাইট, ভিডিও, রিসার্চ, বই, টিম —
সবই ইলমে দাওয়াতের অংশ।
যদি সাহাবারা উট দিতেন, আজ মানুষ সার্ভার ফি দেয়;
যদি তাঁরা কোরআন মুখে ছড়াতেন, আজ মানুষ মিডিয়ায় ছড়ায়।
দুই কাজই এক — ইলম ফি সাবিলিল্লাহ।
তাই অর্থ ব্যয় এখানে কোনো ব্যবসা নয়,
বরং আধ্যাত্মিক জিহাদের রক্তপ্রবাহ।

উপ অধ্যায় ১০: “ইলম ফি সাবিলিল্লাহ” — কিয়ামত পর্যন্ত চলমান সদকায়ে জারিয়া

রাসূল ﷺ বলেছেন —

> “মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়,
তবে তিনটি জিনিস চলতে থাকে —
সদকায়ে জারিয়া, ইলমে নাফে’, ও সৎ সন্তান।” (সহীহ মুসলিম ১৬৩১)

যে ইলমে দান করে, সে এই তিনটির একসাথে অংশীদার।
কারণ ইলম ফি সাবিলিল্লাহ হলো সদকায়ে জারিয়া + ইলমে নাফে’ —
এ এক দ্বিগুণ নূর, যা মৃত্যুর পরও জ্বলে থাকে।

উপসংহার

কুরআন, হাদীস ও সুফি তত্ত্ব — সব মিলেই একটাই ঘোষণা দেয়:

📿 ইলম ফি সাবিলিল্লাহ কোনো ব্যবসা নয়;
এটি নূরের জিহাদ, রহমতের অর্থনীতি, আর ফেরেশতাদের দোয়ার কেন্দ্র।

🕋 যে আল্লাহর পথে ইলম ছড়ায়,
সে নবীদের উত্তরাধিকারী।
আর যে ইলমে ব্যয় করে,
সে সেই উত্তরাধিকার রক্ষার সৈনিক।

✨ “ইলম ফি সাবিলিল্লাহ” হলো যুগে যুগে আল্লাহর পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা —
তুমি যদি এতে অংশ নাও,
তুমি আল্লাহর সৈনিকদের সারিতে দাঁড়িয়ে আছো।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732